উন্নয়নের অগ্রযাত্রার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান

"মুজিব বর্ষে হোক শপথ,
আকাশ চলাচল রাখব নিরাপদ"

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল উন্নত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা। সে লক্ষ্যে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় তদানন্তীন ডিপার্টেমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DC) কে একটি প্রাদেশিক সংগঠন থেকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের পূর্ণাঙ্গ সংগঠনে রুপান্তরিত করা হয়। সে সময়ে বর্তমান সিএএবি (সাবেক DCA ও AD) কর্তৃক যাত্রী সেবা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে জাতির পিতার দিক-নির্দেশনায় নকশা পরিবর্তন করে তেজগাঁও বিমানবন্দরে ভিআইপি ফ্যাসিলিটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। পাশাপাশি, প্রতিবেশি বন্ধু প্রতিম দেশ ভারতের সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার নিমিত্ত ১৯৭৪ সালে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি (Air Service Agreement) সম্পাদন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ যাবৎকাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫৩ টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA) ও সাবেক এয়াপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ADA) কে একীভূত করে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) গঠন করা হয়। বেবিচক বাংলাদেশ সরকারের 'Designated Authority' রূপে বাংলাদেশে সরকারের পক্ষে ICAO এর Convention Annex ও সমূহ প্রতিপালনের লক্ষ্যে তার সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও মনিটর করে। এছাড়া, বিমানবন্দর নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সার্ভিসসহ বিমান চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় এয়ার নেভিগেশন সার্ভিসও বেবিচক প্রদান করে থাকে।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতের উন্নয়নে বেবিচকের আওতায় নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নসহ দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আকাশপথে নিরাপদ যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের ধারাবাহিকতা না থাকায় উন্নয়নের ছন্দপতন হলেও বর্তমান সরকারের দূরদর্শী ভাবনায় তা অনেকটা এগিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তারই কিছু প্রতিফলন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

<u>১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর</u>

- শাহ আমানত বিমানবন্দরে (সাবেক এম এ হান্নান বিমানবন্দর) যাত্রী ও কার্গো পরিবহন সুবিধাদি বৃদ্ধির নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং, কার্গো বিল্ডিং, এপ্রোন, কার পার্কিং এরিয়া, কন্ট্রোল টাওয়ার ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে এ বিমানবন্দর হতে আন্তর্জাতিক রুটে বিমান চলাচল সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে বিদ্যমান নীচ তলার সম্প্রসারণ কাজ এবং ২য় তলার নতুন ভবনসহ মোট ১৫২০০ মিঃ/ফুঃ ভবন নির্মাণসহ বোর্ডিং ব্রীজ ও অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে এ বিমানবন্দর হতেও আন্তর্জাতিক রুটে বিমান চলাচল সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বিমানবন্দরকে সুপরিসর বিমান চলাচল উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ৯০০০ ফুট রানওয়েকে ১০৫০০ ফুটে বর্ধিতকরণসহ এর শক্তিবৃদ্ধি, রানওয়ের লাইটিং সিস্টেম স্থাপন এবং নেভিগেশন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করা হয়েছে।

লেখক: এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (হশা আবি)এপ্রোন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ০৪টি সুপরিসর উড়োজাহাজের পার্কিং বে এবং ০২ টি সুপরিসর কার্গো উড়োজাহাজের পার্কিং বে বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতীয় রপ্তানী কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ে কার্গো স্ক্যানিং সম্পন্ন করার জন্য হশাআবি'র রপ্তানি কার্গো ভিলেজে দু'টি অত্যাধুনিক গ্যান্ট্রি টাইপ কার্গো মেশিন ও একটি হেভি লাগেজ এক্সরে মেশিন সংযোজন করা হয়েছে।
- হশাআবিসহ অন্যান্য বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৪টি হেভি লাগেজ ও ০৬টি হ্যান্ড লাগেজ স্ক্যানিং মেশিন নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।
- হশাআবিসহ অন্যান্য বিমানবন্দরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও কক্সবাজার বিমানবন্দর এর জন্য ০৪টি এয়ারপোর্ট রেসকিউ এন্ড ফায়ার ফাইটিং ভেহিক্যাল ক্রয় করা হয়েছে।
- সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানওয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বিমান উড্ডয়ন অবতরণের উপযোগী রাখার জন্য রানওয়ে সুইপার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৪৭১.৪০ বর্গমিটার কার্গো এপ্রোন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে এ বিমানবন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর

- যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, কানাডা, আজারবাইজান, লুক্সেমবার্গ ও জর্ডানের সাথে প্রথমবারের মতো দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদিত হয়। বেবিচককে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

হশাআবি'র রানওয়ে এসফল্ট কনক্রিট ও ভারলে করার পরবর্তী অবস্থা

- রাজশাহী, সৈয়দপুর ও বরিশালে পুনরায় ফ্লাইট চলাচল সচল করা হয়।
- কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়েকে বোয়িং ৭৩৭ টাইপের বিমান চলাচলের উপযোগী করা হয়।
- বিমানবন্দরসমূহে নিরাপত্তা কাজে এক বিশাল প্রশিক্ষিত জনবল কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যারা বর্তমানে ঢাকা-লন্ডন ফ্লাইটসহ সকল ফ্লাইটের নিরাপত্তার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকী করছেন।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের উপর এসফল্ট কনক্রিট ওভারলেকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে হশাআবি'র বিদ্যমান রানওয়ের শক্তি পেভমেন্ট ক্লাসিফিকেশন নাম্বার (পিসিএন) বৃদ্ধির মাধ্যমে সুপরিসর বিমান নিরাপদে উড্ডয়ন অবতরণ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় এ বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়ের প্রায় দুই লক্ষ বর্গমিটার এসফল্ট কনক্রিট ওভারলেকরণের মাধ্যমে প্রায় ছয় লক্ষ বর্গমিটার রানওয়ে'র সাইড স্ট্রিপ গ্রেডিং ও ড্রেনেজ এবং রানওয়ে সাইড স্ট্রিপ গ্রেডিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে, রানওয়ের ভার বহন সামর্থ্যের সূচক সংখ্যা পিসিএস-পেভমেন্ট ক্লাসিফিকেশন নাম্বার ৭০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬ তে উন্নীত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এ বিমানবন্দরের রানওয়েতে বোয়িং ৭৭৭-৩০০ টাইপের সুপরিসর উড়োজাহাজ নিরাপদে অবতরণ করার উপযোগী হয়েছে।
- ডেনিশ মিক্সড ক্রেডিট এবং সিএএবি'র নিজস্ব অর্থায়নে "হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (হশাআবি) আপ-গ্রেডেশন" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের আওতায় ট্যাক্সিওয়ে পুনঃনির্মাণ, ট্যাক্সিওয়ে লাইটিং, সিস্টেম স্থাপন বিমানবন্দরের ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়নসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান ১৩৫৭৩৫.০০ বর্গমিটার ট্যাক্সিওয়ের পিসিএন ৪০ থেকে ১২০ এ উন্নীত হওয়ার ফলে বিমানযানের নিরাপদ উড্ডয়ন ও অবতরণ সুবিধাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ আধুনিকায়নের ফলশ্রুতিতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ট্যাক্সিওয়ে ক্যাটাগরি 'ডি' থেকে 'ই'-তে উন্নীত হয়েছে। এ প্রকল্পটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের একটি মাইল ফলক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ট্যাক্সিওয়ে উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন

- এ বিমানবন্দরে সুপরিসর উড়োজাহাজের পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, স্বল্পতম সময়ে কার্গো স্ক্যানিং সম্পন্ন করার জন্য আধুনিক স্ক্যানিং মেশিন সংযোজিত হয়েছে।
- জাইকার অনুদান ও সিএএবি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হশাআবি-তে ০২টি ফায়ার ভেহিকেল, ০৫টি ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন, ০৭টি সেট হোল্ড ব্যাগেজ এক্সপ্লোসিভ ডিটেক্টর (ইটিডি), ০১টি এ্যান্টি এক্সপ্লোসিভ কনটেইনার, ২টি কেবিন লাগেজ স্ক্যানিং মেশিন, ১৯টি সেট এক্সসেস কন্ট্রোল সিস্টেম, ০১টি সেট এটিসি সিম্যুলেটর, ০১ সেট পারফরমেন্স বেসড নেভিগেশন (পিবিএন) ফ্লাইট প্রসিডিউর ডিজাইন সিস্টেম ইত্যাদি সংস্থাপন করা হয়েছে। আকাশ পথে দেশের উপকূলীয় এলাকায় নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রাডার সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে। যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ডিভিওআর এবং ডিএমই সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে। সংস্থাপিত সকল ইক্যুইপমেন্ট বর্তমানে অপারেশনে রয়েছে।

শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম- এ র‍্যাডার স্টেশন এবং যশোর বিমান বন্দরে ডিভিওআর ও ডিএমই

- জিওবি অর্থায়নে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন প্রকল্পের আওতায় হশাআবির কার্গো ভিলেজে দুটি ইডিএস (এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম) সহ দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডুয়েল ভিউ স্ক্যানিং মেশিন, ইটিডি (এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর), UVSS (আন্ডার ভেহিক্যাল স্ক্যানিং সিস্টেম) ইত্যাদি অত্যাধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রাবলির সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে। কার্গো স্ক্যানিংকে ইউরোপিয়ান কমপ্লায়েন্স (Compliance) করার জন্য হশাআবি-তে ০২টি এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম (ইডিএস) সংস্থাপন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এয়ার কার্গোর নিরাপত্তা যুগোপযোগী করা হয়েছে।
- কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবনের সম্মুখে কার্গো এপ্রোণ নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় এ বিমানবন্দরে অতিরিক্ত ৩টি Wide Body ও ০১ টি মাঝারি ধরনের কার্গো এয়ারক্রাফ্‌ট এর পার্কিং সুবিধা সৃষ্টির পাশাপাশি সুপরিসর প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফ্‌ট এর নিরাপদ চলাচল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

- সিএএবি'র দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত দশ তলা বিশিষ্ট একটি প্রধান কার্যালয় ভবন-নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশন সম্বলিত ভবনটিতে কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ ৫৫৭ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ১১৪ টি কার এর জন্য পার্কিং এরিয়া, মিটিংরুম, ক্যাফেটেরিয়া, প্রার্থনা কক্ষ, চাইল্ড কেয়ার ইউনিটসহ অন্যান্য আধুনিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর উন্নয়ন এবং সিলেট আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইয়োসিন হিরিম সাউথ কোরিয়া কর্তৃক বিমানবন্দর তিনটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যয় প্রাক্কলন ও মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ভিত্তিতে উক্ত বিমানবন্দরসমূহের উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৬ মে ২০১৭ তারিখে কক্সবাজার বিমানবন্দর বোয়িং৭৩৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন

- দেশের ক্রমর্ধমান পর্যটন শিল্পের বিষয়টি বিবেচনা করে কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান রানওয়ের ৬৭৭৫ ফুট দৈর্ঘ্যকে প্রাথমিকভাবে ৯০০০ ফুটে বৃদ্ধি, সোল্ডারসহ ১৫০ (১২৫+২৫) ফুট প্রস্থ কে সোল্ডারসহ ২০০(১৫০+৫০) ফুটে বৃদ্ধি ও এর শক্তি বৃদ্ধি Strengthen (পিসিএন ১৯ থেকে ন্যূনতম ৯০ এ উন্নীতকরণ) সহ রানওয়ে লাইটিং ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দর উন্নয়ন অংশের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট রানওয়েতে ২০ ইঞ্চি পুরুত্ব শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যমান রানওয়ের প্রশস্ততা ১২৭ ফুট হতে ২০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট রানওয়ে ২২২৫ ফুট বর্ধিত করে ৯০০০ ফুট করা হয়েছে। রানওয়ের উভয় পার্শ্বে ৫০০ ফুট করে ওভাররান নির্মাণ করা হয়েছে। রানওয়ের শক্তি পরিমাপক বা পেভমেন্ট ক্ল্যাসিফিকেশন নাম্বার (পিসিএন) ১৯ হতে ৯০ উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৬ মে ২০১৭ তারিখে এ বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৩৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়নেরপর কক্সবাজার হতে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার সুবিধা সৃষ্টি হবে। ফলে বিমানবন্দর হতে সাধারণ যাত্রীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টুরিস্ট মুভমেন্টও বৃদ্ধি পাবে।
- সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে Full Load এ সুপরিসর বিমান চলাচল এর নিমিত্ত বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি-বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। ইতোমধ্যে ওভারলে কাজের ০৭ টি

লেয়ারের মধ্যে প্রায় ০৬ টি লেয়ারের কাজ শেষ হয়েছে। বিগত ০৪ অক্টোবর ২০২০ হতে সরাসরি সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট চালু করা হয়েছে। আগামী ২০২১ নাগাদ এ বিমানবন্দর হতে পূর্ণলোডে বোয়িং ৭৭৭ ফ্লাইট চালু করার জন্য রানওয়ে উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের নিমিত্ত বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুগোপযোগী বিধান করার লক্ষ্যে Civil Aviation Ordinance, 1960 রহিতক্রমে বেসামরিক বিমান চলাচল আইন ২০১৭ এবং Civil Aviation Authority Ordinance, 1985 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে নতুনভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- International Civil Aviation Organization (ICAO) কর্তৃক পরিচালিত ICAO Validation Mission অডিট কার্যক্রমে বাংলাদেশ ICAO এর Safety Standard Compliance ইস্যুতে শতকরা ৭৫.৩৪ ভাগ EI (Effective Implementation) অর্জন করায় বাংলাদেশ ''আইকাও কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট" লাভ করেছে।

সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং
চেয়ারম্যান বেবিচক 'আইকাও কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সাটিফিকেট' গ্রহণ করছেন

২০১৯ পরবর্তী কার্যক্রম

- জিওবি ও জাইকার ঋণ সহায়তায় ২১৩৯৯০৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে। প্রকল্পের আওতায় হশাআবিতে ২,৩০,০০০ বর্গ মি: আয়তনের ৩য় টার্মিনাল ভবন, ৬৩০০০ বর্গ মি: আয়তনের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে এবং বিগত ২৮/১২/২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর হশাআবির বার্ষিক অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং এবং ৪ মিলিয়ন টন কার্গো হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি তৈরি হবে; যা দেশের বিমান পরিবহন খাতের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলফলক হিসাবে পরিগণিত হবে। হশাআবিতে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল দেশের বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থা তথা সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দেবে এবং দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত যাত্রী সেবার মান বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হশাআবি'তে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

হশাআবি'তে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

- কক্সবাজার বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের অংশ হিসাবে এ বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর জন্য আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর কক্সবাজার হতে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার সুবিধা সৃষ্টি হবে। ফলে এ বিমানবন্দর হতে সাধারণ যাত্রীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টুরিষ্ট মুভমেন্ট বৃদ্ধি পাবে।
- "কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর এ বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য ১০০০০ ফুটে সম্প্রসারণ হবে। ফলে এ বিমানবন্দরে পূর্ণলোডে সুপরিসর বিমান চলাচল সম্ভব হবে। ফলে, বৈদেশিক বিনিয়োগের পাশাপাশি পর্যটন খাতের বিকাশ ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা দেশের জিডিপি বৃদ্ধি তথা দারিদ্রতা হ্রাসে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।

- কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত " হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান এক্সপোর্ট কার্গো এপ্রোনের উত্তর দিকে এপ্রোন সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়ে)" প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এতে ০৪ টি সুপরিসর কার্গো এয়াক্রাফ্ট (০১টি ই টাইপ এবং ০৩ টি ডি টাইপ) পার্কিং সুবিধা সৃষ্টি হবে।

হশাআবি'তে নির্মাণাধীন এক্সপোর্ট কার্গো এপ্রোন

- সিএএবি'র নিজস্ব তহবিলের আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল- এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এপ্রোন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এপ্রোন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ বর্তমানে পুরোদমে চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর জেনারেল এভিয়েশন সমূহের এয়ারক্রাফ্ট ও হেলিকপ্টারের একোমোডেশন পার্কিং, মেইনটেন্যান্স ইত্যাদি সুবিধাদি সৃষ্টি হবে। ফলে, এ বিমানবন্দরের হ্যাঙ্গার ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি পাবে।

হশাআবি'তে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার নির্মাণ প্রকল্পের একাংশ

➢ সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩০৯৭৯.১৪ (দুই হাজার তিনশত নয় কোটি উনআশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সিলেট ওসমানী" আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়) প্রকল্প "ও হাতে নেয়া হয়েছে। বিগত ০১-১০-২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের আওতায় ৩৪৯১৯ বর্গ মিঃ আয়তনের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ৬৮৯২ বর্গ মিঃ আয়তনের কার্গো ভবন, কন্ট্রোল টাওয়ারসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন করে বার্ষিক ১.৮ মিলিয়ন প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি তৈরি হবে; যা দেশের বিমান পরিবহন খাতের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির স্থাপনে সহায়তা করবে।

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের বার্ডস আই ভিউ

➢ উপর্যুক্ত চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহের উন্নয়নে "যশোর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর ও শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী এর রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ", হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন -১ ও ২ এর নবরূপায়ন (১ম পর্যায়), রাজশাহী শাহ মখদুম বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণ ও নবরূপায়ন, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ) এবং কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ) প্রকল্পসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং টেন্ডার পর্যায়ে রয়েছে। যা বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল হিসাবে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার এক অনন্য মাইল ফলক।

➢ ১৯৯৯ সালে মন্ট্রিল কনভেনশনে স্বাক্ষরের পর এ কনভেনশনকে অনুসমর্থন করে একটি আইন প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা ছিল। আকাশ পথে পরিবহণ (মন্ট্রিল কনভেনশন) আইন-২০২০ প্রণয়ন করে সে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণ করা হয়েছে। এ আইন প্রণয়নের ফলে বিমান দুর্ঘটনায় আহত/নিহত ব্যক্তি/পরিবার আগের তুলনায় প্রায় ৬ গুণ বেশি ক্ষতিপূরণ পাবে। এছাড়াও এয়ার ক্রাফট বিলম্বের কারণে এবং ব্যাগেজ/কার্গোর ক্ষতি হলে বা হারিয়ে গেলে পূর্বের তুলনায় ৫/৬ গুণ বেশি হারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে; যা আকাশপথে চলাচলকারী যাত্রীদের অধিকার নিশ্চিত করেছে।

আর্থিক সাফল্য:

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রধান দুটি রাজস্ব খাত: এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল চার্জ। রাজস্ব আয় হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা, অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং আনুষ্ঙিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এছাড়া, প্রতিবছর NTR (Non Tax Revenue), DSL (Debt Service Liability), আয়কর এবং উদ্বৃত্ত অর্থ হতে সরকারি কোষাগারেও অর্থ জমা প্রদান করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

(অঙ্কসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়		মোট রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	আয়কর	সরকারকে প্রদত্ত (NTR)	উন্নয়ন ব্যয়	ঋণ পরিশোধ (DSL)	মন্তব্য
	এ্যারোনটিক্যাল	নন-এ্যারোনটিক্যাল								স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ পাবলিক নন ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন-২০২০, মোতাবেক ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিএএবি'র উদ্বৃত্ত অর্থ হিসাবে সরকারি কোষাগারে ৬০০.০০ কোটি টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে।
২০০৮-০৯	৩৭৮.৭১	১৩৯.০৭	৫১৭.৭৮	১৯৮.০১	৩১৯.৭৭	-	২৫.০০	৯২.৯৪	-	
২০০৯-১০	৪৭৫.৪৯	১৬৬.৫৩	৬৪২.০২	২৬৫.৩১	৩৭৬.৭১	-	৩০.০০	১২১.৫০	-	
২০১০-১১	৪৮৮.৬১	১৬৫.২৮	৬৫৩.৮৯	৩১৬.৮৭	৩৩৭.০২	-	৩০.০০	২৪০.৩৫	৩৬.৬২	
২০১১-১২	৫৩৮.২৭	১৯২.৭৮	৭২১.০৫	৩৭৮.৫৪	৩৫২.৫১	-	৩৫.০০	৩৮৮.২৮	৩৬.৬২	
২০১২-১৩	৪৯৩.৮৩	৩০১.৩৮	৭৯৫.২১	৩৩০.৩৪	৪৬৪.৮৭	-	৪২.০০	৩৭০.৫৮	৩৬.৬২	
২০১৩-১৪	৮৪৫.৪৪	৩০৪.৮৫	১১৫০.২৯	৪২৩.৩৩	৭২৬.৯৬	-	৫০.০০	৪৫৯.৮৩	৪৩.৭০	
২০১৪-১৫	১০১২.৪৪	৩৯৭.৮৮	১৪১০.৩২	৪৯৭.৬৭	৯১২.২৫	১৫০.০০	৫৫.০০	৫২৭.৩০	৪৭.২৫	
২০১৫-১৬	১১০১.১৪	৪০৩.০৩	১৫০৪.১৭	৫০৬.৮৫	৯৯৭.৩২	২০০.০০	১০৫.০০	৩৮৬.৫৩	৫৮.৩৮	
২০১৬-১৭	১১৪১.৭৮	৩৭৬.৩৬	১৫১৮.১৪	৫৭১.৫৬	৯৪৬.৫৮	২০০.০০	১২০.০০	৪৭৩.৩৮	৫৯.২৩	
২০১৭-১৮	১২৯২.১১	৩৬৭.৫৪	১৬৫৯.৬৫	৫৯৪.১৬	১০৬৫.৪৯	৩৭৫.৫৭	১২০.০০	৬৭১.৫০	৫৮.৮১	
২০১৮-১৯	১৩১৭.৭০	৩৭৩.০৯	১৬৯০.৭৯	৮৫০.৭৩	৮৪০.০৬	২৩০.০০	৯০.০০	৫০৮.৪৬	২৫৮.৮১	
২০১৯-২০	৯৪৯.২১	৩৪৩.৩২	১২৯২.৫৩	৮২৮.৭৬	৪৬৩.৭৬	১৫০.০০	৬২.৫০	৪৫৩.০২	১৮৮.২৬	

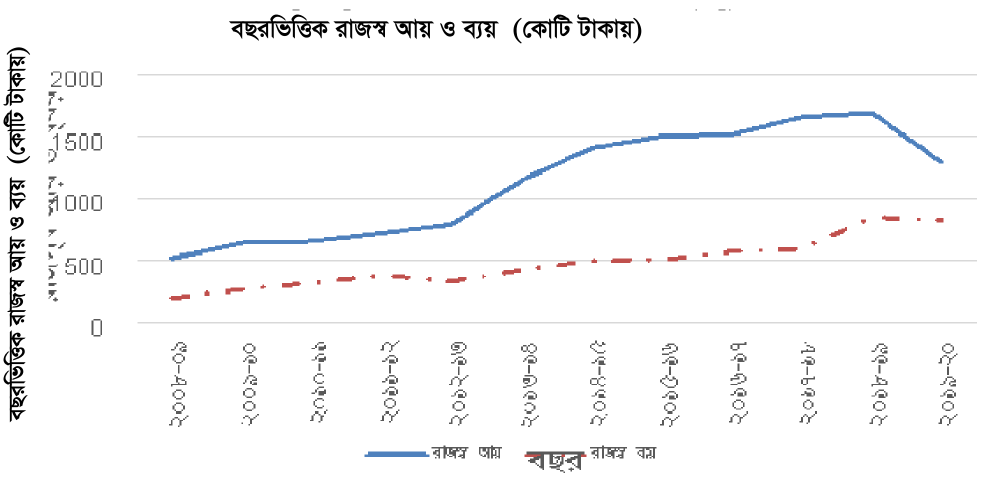

২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত সিএএবির রাজস্ব আয়ের একটি ক্রমবর্ধনমান প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বিশ্বজুড়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন খাত বড় ধরনের ধাক্কা খায়। ফলে, বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের প্রবৃদ্ধিতেও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

- এসডিজির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বমানের বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশে বিদ্যমান বিমানবন্দর সমূহের আধুনিকায়নে সরকার তথা বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। যা দেশের বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থা তথ্য বিমানবন্দরসমূহকে সর্বাধুনিকায়ন এবং দৃষ্টিনন্দন করে তুলবে। এছাড়া, বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও সক্ষমতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (লক্ষ্যমাত্রা) বেবিচক এর কর্ম-পরিকল্পনা: টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে উপযুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেবিচক কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে:

- সৈয়দপুর বিমানবন্দর আপগ্রেডেশন প্রকল্পের লক্ষ্য পুর্নবাসনসহ ভূমি অধিগ্রহণ শীর্ষক প্রকল্প।
- সৈয়দপুর বিমানবন্দর আপগ্রেডেশন প্রকল্প।
- চট্রগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্যারালাল ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণ।
- পিপিপি'র আওতায় খান জাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ।
- কক্সবাজার বিমানবন্দরে প্রান্তিকভবন, কার্গো ভিলেজ, এপ্রোন এবং আনুসাঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
- চট্রগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো ভবন সম্প্রাসরণ।
- চট্রগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে সম্প্রসারণ।
- বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নিমার্ণের লক্ষ্যে বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শ সেবা প্রকল্প।
- বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নিমার্ণ প্রকল্প।
- সৈয়দপুর বিমানবন্দর, শাহমখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী বিমানবন্দর, বরিশাল বিমানবন্দর এবং যশোর বিমানবন্দরে ক্যাটাগরি-১ আই এলএস (ইনস্ট্রুমেন্টল্যান্ডিং সিস্টেম) সরবরাহ, সংস্থাপন এবং কমিশনিং।
- শাহমখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর, বরিশাল বিমানবন্দর এবং যশোর বিমানবন্দরে পর্যায়ক্রমে এপ্রোচ রাডার (প্রাথমিক ভাবে ৫০ নটিক্যাল মাইল (NM) রেডিয়াস রেঞ্জ) সরবরাহ, সংস্থাপন এবং কমিশনিং।
- শাহমখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী, সৈয়দপুর বিমানবন্দর, বরিশাল বিমানবন্দর এবং যশোর বিমানবন্দরে বিদ্যমান ৬০০০/৮০০০ ফুট রানওয়ের দৈর্ঘ্যকে পর্যায়ক্রমে ন্যূনতম ৬০ পিসিএন পেভমেন্ট ক্ল্যাসিফিকেশন নাম্বার শক্তি সম্পন্ন ১০০০ ফুট রানওয়েতে উন্নীতকরণ।
- পর্যায়ক্রমে সকল বিমানবন্দরসমূহে প্যারালাল ট্যাক্সি ওয়ে নিমার্ণ।
- বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরসমূহের ডিজিটাল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন।
- বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরসমূহের ইলেক্ট্রনিক এয়ারপোর্ট ম্যাপস/লেআউট প্ল্যান প্রণয়ন।
- বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরসমূহের ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন এবং সৌন্দর্য্যবর্ধন প্রকল্প।
- বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরসমূহের টেকসই ও সমন্বিত পয়ঃনিস্কাশণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প।

২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রকৃত উপাত্তকে ভিত্তি ধরে ২০১৫ সাল নাগাদ যাত্রী এবং কার্গো পরিবহনের একটি অভিক্ষেপ উপস্থাপন করা হল:

বছর	যাত্রী (মিলিয়ন)			কার্গো (মিলিয়ন টন)
	আন্তর্জাতিক	অভ্যন্তরীণ	মোট	০.২৮
২০১৫	৬.৪৯	১.৮২	৮.৩১	০.২৯
২০১৬	৬.৯৭	২.২২	৯.১৯	০.৩৩
২০১৭	৬.৮১	৩.৭৩	১০.৫৪	০.৩৮
২০১৮	৮.২৬	৪.১২	১২.৩৮	০.৪১
২০১৯	৮.৮১	৪.৪৯	১৩.০৯	০.৫০
২০২৫ (অভিক্ষেপ)			১৪.৬৩	

২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত আকাশ পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের প্রকৃত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে দেশের বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতে একটি বিকাশমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও পন্য পরিবহন এবং বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল এভিয়েশন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এ খাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের উদ্যোগসমূহ ধারাবাহিক ও সময়োপযোগী। ফলে, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ উত্তরত্তোর সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর এ কারণেই কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে বিমানবন্দরে সমূহের বিভিন্ন সুবিধাদির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং যাত্রীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে চলাচলের নিমিত্ত সেবার মান উন্নয়ন করে যাচ্ছে।

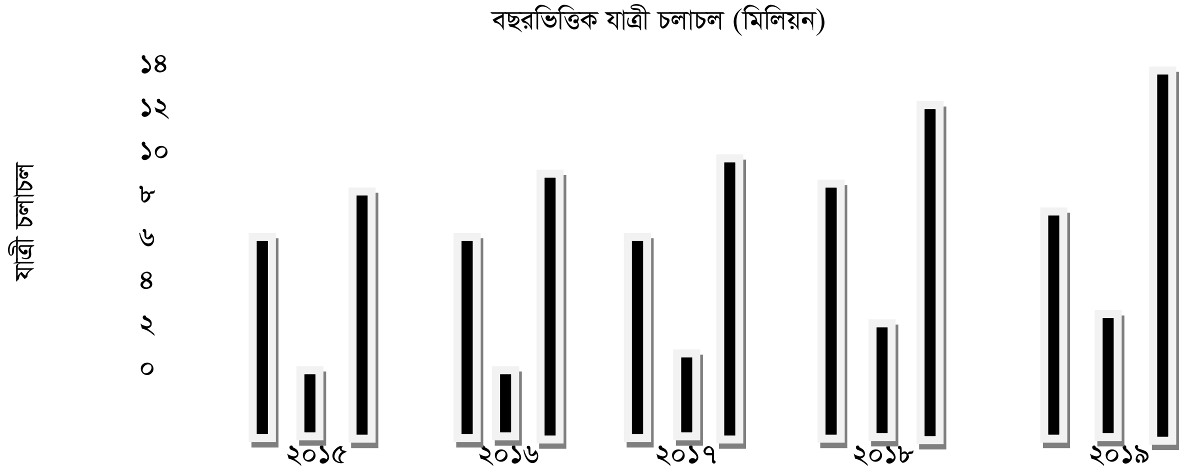

বেসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন সংস্থার বহুমুখি যোগাযোগ/সম্পর্ক রয়েছে। কর্তৃপক্ষ নিরাপদ, নিয়মিত ও দক্ষ এয়ার সার্ভিস প্রদান এবং বিমান পরিবহন ব্যবস্থাপনায় সফল হওয়ায় বাংলাদেশের ভেতরে এবং বহির্বিশ্বে ক্রমাগত প্রশংসিত হচ্ছে। সর্বাধুনিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানে আন্তর্জাতিকমান বজায় রেখে বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষ সরকারের ভিশনারি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্য রেখে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সফল হলে বেবিচকের সক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি বিশ্বমানের যাত্রীসেবা ও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

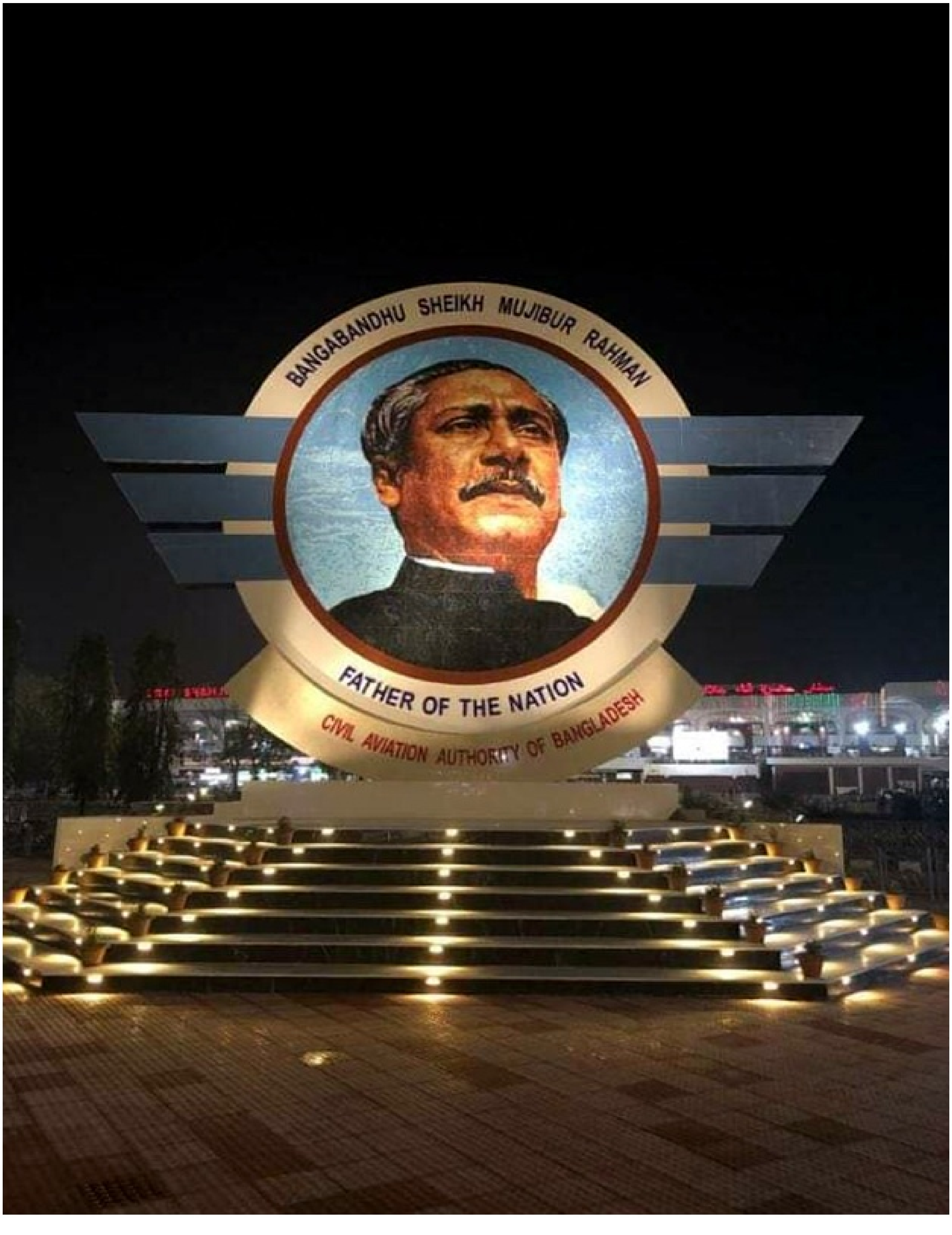

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সমুখে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বেবিচক-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সমগ্র দেশব্যাপী উদযাপিত 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) কর্তৃক বছরব্যাপী এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সিএএবি যেহেতু বিমানবন্দর ব্যবহারকারী যাত্রী সাধারণকে সেবা প্রদানকারী একমাত্র সংস্থা সে কারণে মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের সময় বিভিন্ন প্রতীকী কর্মসূচির পাশাপাশি সিএএ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মনোন্নয়ন, নুতন সেবা চালুকারণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে । সিএএ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো।

মুজিববর্ষের শ্লোগান নির্ধারণ:

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সিএএবি'র সকলকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে একটি শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে; "**মুজিববর্ষে হোক শপথ, আকাশ চলাচল রাখবো নিরাপদ"**-যা সিএএবিসহ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা তথা আইকাওয়ের লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

টি-শার্ট, ক্যাপ ও কোটপিন সরবরাহ:

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে র‍্যালিও শোভাযাত্রার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এবং মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে মুজিববর্ষের লোগো স্মবলিত টি- শার্ট, ক্যাপ ও কোটপিন সিএএবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে । বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বাধ্যবাধকাতা থাকার কারণে জনসমাগম করার উপর বিধিনিষেধ থাকায় র‍্যালি করা সম্ভব হয়নি। তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অন্যান্য কর্মসূচিসমূহ প্রতিপালন করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বার্তা:

সিএএবি'র দাপ্তরিক ওয়েব সাইটে (caab.gov.bd) এবং দাপ্তরিক সকল প্যাড, খাম ও অন্যান্য লেখা উপকরণে মুজিববর্ষের লোগো, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সিএএবি'র শ্লোগান এবং শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত লেখা সামগ্রীসমূহ চাহিদা মোতাবেক অধীনস্থ সকল দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজে তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের অভ্যন্তরে স্থাপিত মুজিব কর্নার

হশাআবি-এর বাইরে ম্যুরাল এবং অভ্যন্তরে মুজিব কর্নার স্থাপনঃ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (হশাআবি) বাংলাদেশের প্রধান বিমানবন্দর । এ বিমান বন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, বিদেশি পর্যটকসহ বাংলাদেশিগণ এ দেশে যাতাযাত করেন বিধায় বিমানবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে সর্ম্যক ধারণা ও তথ্য প্রচারের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে । এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মহন মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে খ্যাতনামা স্থপতি জনাব মোঃ আবদুল আজিজ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধুর একটি সুদৃশ্য প্রতিকৃতি (ম্যুরাল) স্থাপন করা হয়েছে । ম্যুরালটির মাধ্যমে বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিদেশী পর্যটকসহ সম্মানিত যাত্রীগণ স্বাধীনতার মহান স্থপতি তথা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া, যাত্রী সাধারণের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং তার তথ্যচিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর উপর রচিত বিভিন্ন বইপত্র, ছবি ম্যাগাজিন এবং ভিডিও ইত্যাদি সম্বলিত একটি সুদৃশ্য লাইব্রেরিরূপে মুজিব কর্নার স্থাপন করা হয়ছে । বর্ণিত লাইব্রেরিটি বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, পুস্তিকা সম্বলিত সংগ্রহশালা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যাত্রীগণ যাত্রা বিরতিকালীন সেখানে বসে বই পড়তে পারবেন এবং বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন। গত ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও মুজিব কর্নার- এর উদ্বোধন করেন।

২ টি বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনঃ

বেবিচক কর্তৃক যাত্রীগণকে উন্নত সেবা দেয়ার লক্ষ্যে এবং যাত্রী সাধারণের মূল্যবান মতামতকে মূল্যায়ণ করে আরও অর্থবহ সেবা প্রদানের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দু'টি বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তন্মধ্যে ১ম সেবা সপ্তাহটি পালিত হয় ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ২৩ মার্চ ২০২০। দ্বিতীয় সেবা সপ্তাহটি পালন করা হবে ১১ মার্চ ২০২১ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও বিভিন্ন অর্জন ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রদর্শনঃ

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কার্যক্রম যাত্রী সাধারণের অবগতির জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে বিমানবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শন করা হচ্ছে । এছাড়া, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত Bangladesh Marches Ahead শীর্ষক তথ্যচিত্র সংগ্রহ করে যথারীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

সিনিয়র সিটিজেন কর্নার স্থাপনঃ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করে প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা-বয়সের যাত্রীগণ বিদেশে যাতায়াত করে থাকেন। তন্মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীগণও রয়েছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জাতির সূর্যসন্তান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সমগ্র জাতি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, বয়স্ক নাগরিকগণও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বিমানবন্দরে তথ্যসহ তাদের বিভিন্ন সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে হশাআবি-এর বহির্গমন লাউঞ্জে বর্ষীয়ান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা যাত্রীগণের সুবিধার্থে সিনিয়র সিটিজেন কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কর্নারে নির্ধারিত যাত্রীগণকে চাহিত তথ্যসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হবে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বর্হিগমন লাউঞ্জে স্থাপিত সিনিয়র সিটিজেন কর্ণার

বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবৃত্তি চালুকরণ:

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুজিববর্ষ উপলেক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২০' যা সিএএবি'র পর্ষদ সভার অনুমোণ গ্রহণ করা হয়েছে। নীতিমালার আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শ্রেণির সকল শিফট, বিভাগ ও শাখায় মেধা ও অস্বচ্ছলতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করে বৃত্তির জন্য যোগ্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। আগামী ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ শিক্ষা বৃত্তি প্রধান করা হবে। মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় ও তাঁর অসামান্য অবদান এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে জানার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মোট ৬০০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ৩১৪৭৮০০/-(একত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আট শত) টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সেমিনার আয়োজন:

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর ২ টি সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে সিএএবি'র কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে জন সমাগমের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রথম পর্যায়ের সেমিনার যথাসময়ে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনলাইনের মাধ্যমে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে" বঙ্গবন্ধু : চিরঞ্জীব আলোক শিখা " শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সেমিনারে সিএএবি'র কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বেমারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রাণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন ।

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ:

মুজিববর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ২০২০ সালের ৭ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন দিবসে তিনটি জাতীয় দৈনিকে (২টি বাংলা ও ১ টি ইংরেজি) সুদৃশ্য ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। ক্রোড়পত্র উপলক্ষ্যে বাণী প্রদান করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং সিএএবি'র চেয়ারম্যান মহোদয়। এছাড়া, ক্রোড়পত্রে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল সেক্টরের ক্রমউন্নতির চিত্র এবং একইভাবে বেবিচকের উন্নয়নে স্বাধীনতার মহান স্থপতির ভূমিকা ও দিকনির্দেশনাসমূহ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর আলোকপাত:

সিএএবি'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (সিএটিসি) শুদ্ধাচার, নৈতিকতা এবং সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর আলোচনা, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

বিমানবন্দরসমূহের ভিতর এবং বাহিরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সৌন্দর্য্যবর্ধন:
মুজিববর্ষকে উপলক্ষ্য করে বিমানবন্দরসমূহে সৌন্দর্য্য বর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, সকল বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জসহ অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় অংশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে যাত্রী সাধারণের জন্য এটি অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

পরিশেষে বলতে হয়, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সিএএবি কর্তৃক তার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রম এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সিএএবি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন অনুযায়ী সোনার বাংলা গড়ায় সিএএবি'র সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের পর্যটনঃ স্বপ্নযাত্রা থেকে আজকের বাস্তবতা

রাম চন্দ্র দাস

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বপ্নের পথে সেই থেকে যাত্রা শুরু।

স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু বিপর্যস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন, তার মধ্যে পর্যটন ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধু সারাটি দেশ সফর করেছিলেন, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্যকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে ১৯৭২ সালেই 'প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার, ১৪৩' বলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন'- যা এদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে সংস্থাটি। সেদিন থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন আশা নিয়ে শুভযাত্রা দেশের পর্যটন শিল্পের।

দেশের দু'জন বরেণ্য চিত্রশিল্পী প্রণয়ন করেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের আকর্ষণীয় লোগোটি। প্রতিষ্ঠালগ্নে স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী কালিদাস কর্মকার প্রথমে লোগোটি তৈরি করেন। জনাব কর্মকার সে সময় কিছুদিন করপোরেশনের স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর প্রণীত লোগোটি করপোরেশনের প্রথম চেয়ারম্যান নূরুল কাদের খান পটুয়া কামরুল হাসানকে দেখালে তিনি লোগোটির আংশিক সংশোধন করেন। মূলত কালিদাস কর্মকার প্রণীত লোগোটিতে শুধু ইংরেজি 'Bpc' অক্ষর তিনটি শিল্পীতভাবে লেখা ছিল। পটুয়া কামরুল হাসান `B' অক্ষরটির পিছন দিকে পাখির ঠোঁট যুক্ত করে দিলে লোগোটিকে একটি উড়ন্ত পাখির মত দেখায়। অদ্যাবধি সে লোগোটিই বহাল আছে।

জন্মলগ্নে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের স্থাপনা ছিল মাত্র সাতটি- সৈকতশহর কক্সবাজারের মোটেল উপল ও মোটেল প্রবাল, কাপ্তাই প্রজেক্টের অধীনে নির্মিত রাঙামাটির হলিডে কমপ্লেক্স, খুলনা শহরের হোটেল সেলিম, ঢাকা প্রজেক্টের আওতায় প্রধান কার্যালয়ের রেন্ট-এ-কার ও সাকুরা বার এবং ট্র্যাভেল এন্ড ট্যুরস। পরবর্তীতে বিগত ৪৮ বছরে সরকারি অনুদানে একের পর এক স্থাপনা নির্মাণের পর বর্তমানে করপোরেশনের ইউনিট সংখ্যা ৪৭টি। আরো বেশ কয়েকটি ইউনিট চালু হবার অপেক্ষায় রয়েছে। পেরিয়ে আসা দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকাসমূহে হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স, বার, রিসোর্ট, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ইত্যাদি নির্মাণ করে পর্যটকদের মানসম্মত আহার, আবাসন এবং নানাবিধ পর্যটন-সেবা প্রদান করে এসেছে। দেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারে পর্যটকদের জন্য যখন মানসম্মত আহার, আবাসন ও অন্য বিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থাই ছিলনা, তখন পর্যটন করপোরেশন সেখানে হোটেল-মোটেল স্থাপন করে পর্যটন বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে একইভাবে সাগরকন্যা কুয়াকাটাকে একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে এ সংস্থা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে, গড়ে তোলে কুয়াকাটার বাণিজ্যিক ইউনিটটি। এভাবেই সিলেট শহরসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের জাফলং, মাধবকুন্ডতে গড়ে তোলে নতুন নতুন স্থাপনা। এই একই ধারায় বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি টুংগীপাড়া, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিধন্য যশোরের সাগরদাঁড়ি, বেনাপোল, উত্তরবঙ্গের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মহাস্থানগড়, কান্তজীর মন্দির, তাজহাট জমিদার বাড়ি ইত্যাদি দেশের প্রধান প্রধান আকর্ষণীয় এলাকাসমূহকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।

কক্সবাজারের বিস্তীর্ণ সৈকত জুড়ে যে দৃষ্টিনন্দন ঝাউবন রয়েছে, তার শুরু বঙ্গবন্ধুর ভাবনা থেকেই। জানা যায় ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু একবার কক্সবাজার সফরে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি হোটেল শৈবাল-এর দোতলায় সাগরিকা রেস্টুরেন্টে সবার সাথে কথা

লেখক: রাম চন্দ্র দাস, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

বলছিলেন। হোটেল শৈবাল একবারেই সাগরের তীর ঘেঁষে অবস্থিত। সৈকতে তখন কোন ঝাউবন ছিলনা। বঙ্গবন্ধু কথা প্রসঙ্গে সেখানে ঝাউগাছ লাগানোর বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথা সবাইকে জানান। তাঁর সে নির্দেশনা মতেই কক্সবাজারের বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে ঝাউবনটি সৃজন করা হয়। ঝাউবনটি কক্সবাজার ভ্রমণকারী পর্যটকদের কাছে বর্তমানে এক বিশেষ আকর্ষণ। সৈকতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ঝড়ঝঞ্ঝার হাত থেকে কক্সবাজার শহরকে রক্ষায় ঝাউবনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।
ভ্রমণপিপাসু মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'**তে চীন সফরের যে নিপুণ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, এক কথায় তা অতুলনীয়। তাঁর স্বপ্ন ছিল পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় মাতৃভূমি অপার সৌন্দর্য্যের কারণে একদিন দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সারা পৃথিবীর, দেশের অসাধারণ সব পর্যটন উপাদান বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ও অনিবার্য পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করবে। তিনি বাংলাদেশকে সুইজারল্যান্ডের মত করে সাজাতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্নের পথ ধরেই কাজ করে চলেছে, এগিয়ে চলেছে দেশের পর্যটনশিল্প।

প্রকৃত পক্ষেই বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনা অপার। যে কোন দেশে পর্যটন বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদান হলো ৭টি। এগুলো হলো যথাক্রমে সাগর, নদী, পাহাড়, বন, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ঋতুবৈচিত্র ও আতিথেয়তা। এর সব ক'টিই বাংলাদেশের রয়েছে। আমাদের কক্সবাজারে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্র সৈকত, রয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্যের অনন্য উপাদান সুন্দরবনসহ পর্যটনের সকল সেরা উপাদান। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে আছে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড় ও টিলা, সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর এমন এক অনন্য লীলাভূমি যেখানে সব ক'টি ঋতু তার আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রাকৃতিক এ সকল উপাদানের পাশাপাশি দেশের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, হাজার বছরের ঐতিহ্য ও ঋদ্ধ সংস্কৃতি। এছাড়া এদেশের মানুষের আতিথেয়তা বিশ্বনন্দিত। সব কিছু মিলিয়ে পর্যটনে এদেশের যে অপার সম্ভাবনা, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দেশজোড়া দীর্ঘ সফরের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছিলেন রূপময় বাংলার এ অপার সম্ভাবনার দিগন্ত। সে কারণেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের অন্যতম খাত হিসেবে শুরুতেই নজর দিয়েছিলেন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের প্রতি, স্বাধীনতার এক বছর না পেরোতেই ১৯৭২ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে তিনি গঠন করলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।

পর্যটন-সংশ্লিষ্টদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালিত National Hotel and Tourism Training Institute (NHTTI)-টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর প্রায় ১৬০০ জন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার) এর অধিক দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করেছে প্রতিষ্ঠানটি, যারা দেশে বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে। পর্যটনশিল্পে কাজ করার মাধ্যমে তারা এ শিল্পের বিকাশ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, অনেকেই জীবনে লাভ করেছেন আশাতীত প্রতিষ্ঠা।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে যাত্রা শুরু হয়েছিল যে পর্যটনশিল্পের, সময়ের পরিক্রমায় তা বিকশিত হয়েছে বহুভাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পর্যটনবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রমের ফলে দেশের পর্যটনশিল্প এখন বিকাশের নতুন অধ্যায়ে উপনীত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিপুলভাবে বিকশিত হচ্ছে এ খাতের বেসরকারি উদ্যোগ,- যা এ শিল্পের জন্য খুবই ইতিবাচক।

একটি বহুমাত্রিক শিল্প পর্যটন । পর্যটন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ বলেন, পর্যটনশিল্প বিকশিত হলে তার সাথে বিকাশ ঘটে কমবেশি ১১০টি শিল্পের। পর্যটন একটি শ্রমঘন শিল্পও বটে। একজন পর্যটকের আগমণে প্রত্যক্ষভাবে ১১ ধরণের এবং পরোক্ষভাবে আরো ৩৩ ধরণের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিরিখে পর্যটন যে দেশের অর্থনীতিতে বিপুল ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, তা সর্বজনবিদিত।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পর্যটন শিল্পের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কতিপয় অভীষ্ট সরাসরি যুক্ত। এ শিল্পের উন্নয়নের সাথে সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমানে দেশের জিডিপিতে এ শিল্পের অবদান ৩-৪ শতাংশের মত। তবে দেশে পর্যটনের যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে জিডিপিতে এ শিল্পের অবদানের পরিমাণ ১০ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব। মূলত পরিকল্পিত উন্নয়ন হলে পর্যটনশিল্প দেশে একক ও বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পে পরিগণিত হতে পারে। এ শিল্পের মাধ্যমে শহর হতে গ্রাম পর্যন্ত ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্বও বিপুলভাবে দূর করা সম্ভব।

দেশে পর্যটন বিকাশের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। করপোরেশন পর্যটন সেবা প্রদানের পাশাপাশি দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে অন্যান্য অংশীজনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। এ খাতের তথ্যাদি জনগণকে নিয়মিত সরবরাহ করে করপোরেশন। সংস্থার বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ দেশের পর্যটন সম্ভাবনার তথ্যাদি প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থাপনার উপর ব্রোশিওর, লিফলেট মুদ্রণ করে তা প্রচারসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচারকার্য চালায় পর্যটন করপোরেশন। দেশের সব ক'টি বিভাগের 'পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহ' নিয়ে বিভাগভিত্তিক চিত্র ও তথ্য সম্বলিত বই প্রকাশের কার্যক্রম সমাপ্তির পথে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিশেষ প্রাপ্তি করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় 'পর্যটন ভবন'। প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ সময় ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম চালিয়ে আসা সংস্থাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদান্যতায় এ বছরই রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় খুঁজে পেয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত স্থায়ী ঠিকানা। স্থপতি মোঃ আসিফুর রহমান ভূঁইয়ার স্থাপত্য নক্সায় গণপূর্ত অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত ১৩-তলা বিশিষ্ট **'পর্যটন ভবন'**টি করপোরেশনের জন্য এক অনন্য প্রাপ্তি। করপোরেশনকে দৃষ্টিনন্দন এ ভবনটি উপহার দেয়ায় পর্যটন করপোরেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানায় বিনম্র শ্রদ্ধা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

১৯৭২ সাল থেকে দেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। জন্মলগ্ন থেকেই সংস্থাটি সরকারি বরাদ্দ ও নিজস্ব আয় থেকে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। পর্যটকদের কাছে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য এবং মানসম্মত অতিথি সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। করপোরেশন বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ মহামারীকালে করোনা যুদ্ধের সম্মুখযোদ্ধা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসন ও আহার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সবার আগে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, করোনা-ঝুঁকিকে উপেক্ষা করে নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্টদের সেবাপ্রদান।

এদেশে অজস্র পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে। স্থানগুলিকে ঘিরে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন পর্যটন স্থাপনা গড়ে উঠছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে 'সাবরাং এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম জোন', টেকনাফের জালিয়ার দ্বীপে 'নাফ ট্যুরিজম পার্ক' ও মহেশখালির সোনাদিয়া দ্বীপে 'ইকোট্যুরিজম পার্ক' গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এ সকল জোন ও পার্ক নির্মাণ সম্পন্ন হলে অচিরেই পাল্টে যাবে দেশের পর্যটন শিল্পের চেহারা।

এসব উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি দেশের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ স্থান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমি ও তাঁর সমাধিস্থল টুঙ্গিপাড়ায় যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি আদর্শ পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হলে আগামিতে টুঙ্গিপাড়া দেশবিদেশের পর্যটকদের কাছে একটি সেরা গন্তব্য হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন দেশে সে সকল দেশের মহামানবদের স্মৃতিধন্য জায়গাগুলি যেমন বিশ্বপর্যটনের বিশেষ আকর্ষণকেন্দ্র, টুঙ্গিপাড়াও বাংলাদেশের জন্য তেমনই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সে লক্ষ্যে একটি যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে আর তার শুরুর জন্য মুজিববর্ষই হতে পারে শ্রেষ্ঠ সময়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ইতোমধ্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে দেশের পর্যটন অঙ্গণে। পথিকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সংস্থার অর্ধ-শতাব্দির অভিজ্ঞতা এবং সময়োপযোগী কর্মোদ্যোগে দেশের পর্যটনশিল্প কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে জাতির পিতার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে, পর্যটন-সংশ্লিষ্ট সকলেই তা গভীর ভাবে বিশ্বাস করে।

ঢাকা; ১২ ডিসেম্বর ২০২০।

মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ভবনের লেকে ভাসমান নৌকা

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা ও সাংবাৎসরিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এবং মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু কর্মসূচির তারিখ পুনঃনির্ধারণ করতে হয়েছে এবং কিছু কর্মসূচি স্থগিত করতে হয়েছে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী (কর্মসূচি অনুযায়ী) সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

কর্মসূচি-১ (১৭ মার্চ, ২০)ঃ মুজিব বর্ষের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশগ্রহণঃ কোভিড-১৯ এর সামগ্রিক বাস্তবতায় জাতীয়ভাবে মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখার সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ১৭ মার্চে ২০২০ এর পূর্বেই প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটে ১৪টি কাউন্টডাউন ব্লক স্থাপন এবং বিভিন্ন ইউনিটে বিভিন্ন ফেস্টুন, ব্যানার সংযুক্ত করছে।

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর বিভিন্ন প্রচারণামূলক উদ্যোগ

কর্মসূচি-২ঃ জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন লেকে ০২টি নৌকা ভাসানোঃ দেশবরেণ্য শিল্পী হাশেম খান এর তত্ত্বাবধায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টমেকিং ডিপার্টমেন্টের এর চেয়ারম্যান প্রফেসর আনিসুজ্জামান এর মাধ্যমে নির্মিত আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিনন্দন ০২(দুটি) নৌকা (২৭ ফুট দীর্ঘ ও ৫ ফুট প্রশস্ত) গত ০৫ নভেম্বর ২০২০ জাতীয় সংসদ ভবন লেকে ভাসানো হয়েছে। মেহগনি, ওয়াইট সিরিজ এবং আয়রন উড দ্বারা নির্মিত নৌকাগুলোতে গোল্ডেন এবং ব্রোঞ্জের মেটাল শীট ব্যবহৃত হয়েছে। নৌকা ভাসানো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপ জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী এম.পি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মাহাবুব আলী এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব ইকবালুর রহিম এম.পি,

---

লেখক: মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার, ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

মাননীয় হুইপ জনাব শামসুল হক চৌধুরী, মাননীয় হুইপ জনাব আবু সাঈদ মাহমুদ স্বপন এম.পি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি র. আ.ম উবায়দুল মুকতাদির চৌধুরী এম.পি এবং সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার এম.পি। জাতীয় সংসদ সচিবালয় এর সিনিয়র সচিব জনাব জাফর আহমেদ খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মিজানুর রহমান এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর চেয়ারম্যান জনাব রাম চন্দ্র দাস। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশেন অথোরিটির চেয়ারম্যান এবং বাপক এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। জনাব মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার, ব্যবস্থাপক (জনংসযোগ) অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন।

জাতীয় সংসদ ভবন লেকে নৌকা ভাসানোর উদ্বোধন কর্মসূচি

কর্মসূচি-৩ (২১-২২ মার্চ, ২০)ঃ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় নদী পর্যটন উন্নয়নে বাংলা চ্যানেল সুইমিং প্রতিযোগিতা-২০২০ঃ গত ৩০ নভেম্বর ২০২০ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ছোট্ট পরিসরে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচি-৪ (২৬ মার্চ, ২০)ঃ কনসার্ট ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স/কনসার্ট অন বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা দিবস উদযাপনঃ কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মসূচিটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

কর্মসূচি-৫ (৩১ মার্চ, ২০)ঃ 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং বাংলাদেশের পর্যটন' শীর্ষক সেমিনার ও 'বঙ্গবন্ধুর পছন্দের খাবারের মেন্যু' প্রণয়ন। সেমিনারটি গত ৮ ডিসেম্বর '২০ জুম ক্লাউডে আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে টোয়াব এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ রাফিউজ্জামান, ট্রিয়াব এর প্রেসিডেন্ট জনাব খবিরউদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব বদরুজ্জামান ভুইঞা, ভ্রমণ বিচিত্রার সম্পাদক জনাব আবু সুফিয়ান এবং পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন হেলালসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ সংযুক্ত থেকে সেমিনারের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর পছন্দের খাবারের কিছু মেন্যু নির্বাচন করা হয়েছে এবং এগুলো ভেটেড করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে বাপক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এ মেন্যুগুলো চূড়ান্ত নির্বাচন হলে বাপক তার ইউনিটগুলোতে প্রচার করবে।

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং বাংলাদেশের পর্যটন' শীর্ষক জুম সেমিনার

কর্মসূচি-৬ (৪ এপ্রিল, ২০)ঃ বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক দর্শন বিকাশে 'লাঙ্গলবন্দ স্নান উৎসব' আয়োজনঃ কোভিড-১৯ পরবর্তী স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাপক প্যাকেজ প্রণয়ন পরিচালনা করবে।

কর্মসূচি-৭ (১২-১৩ এপ্রিল, ২০)ঃ বঙ্গবন্ধুর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চেতনা লালনে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় বৈষাবি উৎসব' আয়োজন/বৈষাবি প্যাকেজ অফারঃ কোভিডের-১৯ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ কর্মসূচিটি স্থগিত করেছে বিধায় এ সংস্থা কর্মসূচিটি উদযাপন করেনি।

কর্মসূচি-৮ (১৭-১৮ এপ্রিল,২০)ঃ মুজিবনগর দিবস উদযাপন উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়া এবং মুজিবনগরে স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাপক এর স্পেশাল প্যাকেজ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে স্টোরি টেলিং অনুষ্ঠানঃ কোভিড-১৯ পরবর্তী স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে টুঙ্গিপাড়ায় প্যাকেজ অফার করা হবে।

কর্মসূচি-৯ (২২ এপ্রিল,২০)ঃ বঙ্গবন্ধুর নদীমাতৃক সোনার বাংলাদেশের সৌন্দর্য্য প্রচারের লক্ষ্যে রিভার ক্রুজ/ইলিশ প্যাকেজ ট্যুর আয়োজনঃ কর্মসূচিটির তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মসূচি-১০ (২৩-২৬ এপ্রিল, ২০)ঃ স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুন্দরবন/প্রত্নতাত্ত্বিক/সিলেট ০৩টি আলাদা প্যাকেজ ট্যুরঃ সংশ্লিষ্ট কমিটি শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকায় ও সিলেটে প্যাকেজ অফার করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

কর্মসূচি-১১ঃ এন.এইচ.টি.টি.আই-তে ১০০ জন্য মেধাবী গরিব বেকার যুবক-যুবতীদের 'বেসিক হাইজিন' কোর্সের উপর বিনামূল্যে প্রশিক্ষণঃ গত ২১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বাপক এন.এইচ.টি.টি..আই এর ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন বিভাগের উদ্যেগে ১০০ জন মেধাবী গরিব ফুডকর্মীকে ১০০ মিনিট 'বেসিক হাইজিন' কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সটির শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপক চেয়ারম্যান জনাব রাম চন্দ্র দাস এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পরিচালক (বাণিজ্যিক) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ। বাপক জনসংযোগ বিভাগের ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদারের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন এন.এইচ.টি.টি.আই এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আখলাকুর রহমান এবং হোটেল অবকাশের আবাসিক ব্যবস্থাপক শাহ মোঃ মিজানুর রহমান। কোর্সটির পরিচালনা করেন এন.এইচ.টি.টি.আই এর হেড অব ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন বেগম জাহিদা বেগম।

১০০ জন ফুডকর্মীকে ১০০ মিনিট ফুড হাইজিন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন ও সার্টিফিকেট বিতরণ

কর্মসূচি-১২ঃ ২৫ বৈশাখ ১৪২৭/০৮ মে '২০ অথবা সুবিধাজনক সময়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় জাতীয় সংগীত, বাংলার সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা আন্দোলন তুলে ধরে রবীন্দ্র সংগীত সন্ধ্যার আয়োজনঃ কর্মসূচিটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

কর্মসূচি-১৩ঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭/২৫ মে '২০ অথবা সুবিধাজনক সময়ে বঙ্গবন্ধুর সাম্যবাদী চেতনা, শোষণ মুক্তির সংগ্রাম এবং স্বাধীন-চিত্ত তুলে ধরে দেশাত্মবোধক গান ও নজরুল সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন । কর্মসূচিটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

কর্মসূচি-১৪ (২১-২৭ জুন '২০)ঃ সুজলা, সুফলা সোনার বাংলায় আম উৎসব/ম্যাংগো ট্যুর প্যাকেজ। কর্মসূচিটি স্থগিত রাখা হয়েছে। কোভিড-১৯ বাস্তবতায় পরবর্তী সময়ে আয়োজন করা হবে।

কর্মসূচি-১৫ (২৫-২৬ জুলাই '২০)ঃ সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা বিনির্মাণে সামুদ্রিক পর্যটন/সুনীল অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে কক্সবাজার সার্ফিং উৎসব। **কোভিড-১৯ এর কারণে** কর্মসূচিটি স্থগিত করা হয়েছে।

কর্মসূচি-১৬ (১৫ আগস্ট '২০)ঃ জাতীয় শোক দিবস পালন। ক্লাউড জুমে জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা

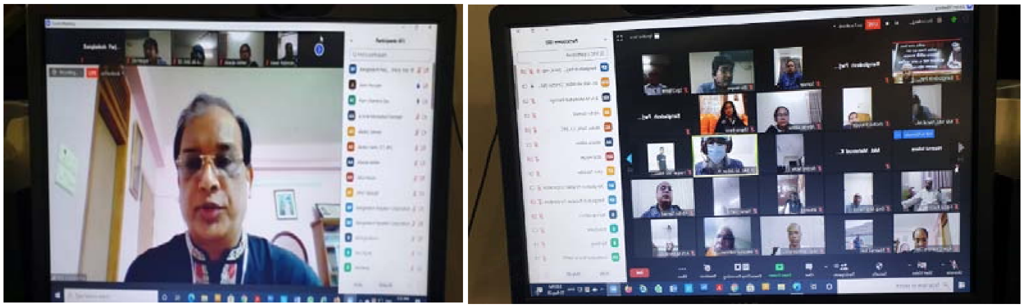

কর্মসূচি-১৭ (২৪-২৭ সেপ্টেম্বর '২০)ঃ বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন ও এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারে অংশগ্রহণ। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে বাপক এর উদ্যেগে অন-লাইন কুকিং শো এবং জুম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে মেলা আয়োজন কর্তৃপক্ষ কর্মসূচিটি স্থগিত করেছে।

কর্মসূচি-১৮ (৩০ সেপ্টেম্বর-০৫ অক্টোবর '২০)ঃ সকল ধর্ম পালনে স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমুন্নত রাখতে হোটেল অবকাশে দূর্গাপূজা উপলক্ষে খাদ্য উৎসব আয়োজন । কোভিড পরবর্তী সার্বিক বিবেচনায় আয়োজন করা হবে।

কর্মসূচি-১৯ (২০ অক্টোবর '২০)ঃ 'জাত-পাত, বর্ণ ও শ্রেণি বিভাজনের বিরুদ্ধে মানবতার চেতনায় বঙ্গবন্ধু' প্রচারে কুষ্টিয়ায় লালন মেলা ও সুনামগঞ্জের হাছন রাজার গানের উৎসব, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে মলয়া উৎসব, চট্টগ্রামের শেফালী ঘোষের গান এবং ফকির মজনু শাহের গানের উৎসবে অংশগ্রহণ/প্যাকেজ ট্যুর আয়োজন। কোভিড-১৯ পরবর্তী সার্বিক বিবেচনায় প্যাকেজ আয়োজন করা হবে।

কর্মসূচি-২০ (৩১ ডিসেম্বর '২০)ঃ বিশ্ব দরবারে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার ইমেজ তুলে ধরতে ও সুনীল পর্যটন উন্নয়নে কক্সবাজার বীচ কার্নিভাল আয়োজন। স্পন্সর প্রাপ্তি সংগ্রহসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।

কর্মসূচি-২১ঃ বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী স্যুভেনির প্রণয়ন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ইতোমধ্যে মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত নান্দনিক ৫০০গেঞ্জি, ৫০০ মগ এবং ৫০০ কোট পিন তৈরি করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন দপ্তরে বিতরণ করেছে।

কর্মসূচি-২২ঃ সংস্থার অবসরগ্রহণকারী বা বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা বঙ্গবন্ধুর সহচর্য বা ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে পেরেছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর উপর স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান আয়োজন। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যে এসেছিলেন এরকম অনেক কর্মকর্তাই কর্মরত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবাই এখন চাকরি হতে অবসরে আছেন এবং কেউ কেউ জীবিত আছেন। তাঁদের সাথে এ সংস্থার যোগাযোগ চলমান রয়েছে।

কর্মসূচি-২৩ঃ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি বিজড়িত স্থান/ভ্রমণ করেছেন এমন ১০০টি স্থান নির্বাচন করে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উন্নয়ন ও অনলাইনে দেশে-বিদেশে প্রচার। ইতোমধ্যে ১০০টির মতো স্থান পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর্মসূচি-২৪ঃ মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৭ (সতের) সংখ্যার সাথে মিল রেখে ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৪ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ১৬ ডিসেম্বর ইত্যাদি তারিখে যথাক্রমে ১৭%, ৩৪% এবং ৫১% ইত্যাদি হারে বাণিজ্যিক ইউনিটে কক্ষ ভাড়ার উপর রেয়াত প্রদান। এতদবিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর্মসূচি-২৫ঃ (১৭ মার্চ '২৬)ঃ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় কমিটির সমাপনী প্রোগ্রামে বর্ণাঢ্য র‌্যালিসহ বাপক এর অংশগ্রহণ। জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন স্বতস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে।

সোনার বাংলার স্বপ্নডানা ঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

বাংলার মানুষের মুক্তিদাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে পরাধীনতার বক্ষ বিদীর্ণ করে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকেরা মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখেছিল নিজস্ব একটি এয়ারলাইন্স গড়ার। তাঁদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিমান একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী আকাশযান পরিবহন সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠা করেন।

আজ থেকে প্রায় ৪৯ বছর আগে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের স্বাধীন মানুষের স্বপ্নডানায় ওড়ার স্বপ্নপূরণ করেন সোনার বাংলা গড়ার রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশ বিমানকে উপহার হিসেবে বিমানবাহিনীর একটি ডিসি-৩ ডাকোটা এয়ারক্রাফট প্রদান করেন; সরকারের দেয়া উক্ত বিমানের সাহায্যেই ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বিমান তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু ১০ ফেব্রুয়ারি বিমানটি বিধ্বস্ত হলে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের শুরুতে ভারত সরকারের ঋণের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স থেকে দুইটি এফ ২৭-২০০ উড়োজাহাজ সংগ্রহ করা হয়। ৭ মার্চ চট্টগ্রাম ও সিলেটে এবং ৯ মার্চ যশোরে ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল বিমানের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম। একই মাসের ৪ তারিখে ১৭৯ জন যাত্রীসহ লন্ডন থেকে ঢাকায় আগমনের মাধ্যমে বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সম্পন্ন হয়। এরপর নেদারল্যান্ড থেকে দুইটি এফ ২৭-৬০০, অস্ট্রেলিয়া থেকে দুইটি এফ ২৭-২০০ বিমান যথাক্রমে অনুদান ও উপহার হিসেবে পেয়ে বিমান নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৩ সালে বিমান যুক্তরাজ্য থেকে প্রথম বোয়িং ৭০৭-৩২০ সি ক্রয় করে।

লেখক: জিয়াউদ্দীন আহমেদ, পরিচালক, বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিমিটেড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার উদ্বোধন

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, যা সাধারণভাবে বিমান নামে পরিচিত, বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি এবং জাতীয় পতাকাবাহী আকাশপথ পরিবহণ সংস্থা। বিমান আন্তর্জাতিক রুটের পাশপাশি অভ্যন্তরীণ রুটেও যাত্রী এবং মালামাল পরিবহণ করে থাকে। বিশ্বের ৫৩টি দেশের সাথে বাংলাদেশের আকাশ সেবার চুক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ১৯টি শহরে বিমান ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বিমান বাংলাদেশের যাত্রীদের অধিকাংশই হজ্জযাত্রী, পর্যটক, অভিবাসী এবং প্রবাসী বাংলাদেশি। আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিচারে অবকাঠামোগত খাতে অবদান রাখার পাশাপাশি বিমান বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে গোটা বিশ্বে।

আধুনিক বাংলায় বিমান শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ভিমান থেকে। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ভিমান শব্দটি উড়তে সক্ষম এমন যন্ত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। বিমানের প্রতীক হিসেবে লাল বৃত্তের ভিতরে সাদা বলাকা অঙ্কিত চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যার নকশা করেছেন চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থাটি জাতির পিতার ছায়াতলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনিবিড় পরিচর্যায় আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলাদেশ বিমান তার সুসময়ে সর্বোচ্চ ২৯টি গন্তব্যে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত যা পশ্চিমে নিউইয়র্ক শহর থেকে পূর্বে টোকিও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আলোকিত বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানে নতুন উড়োজাহাজ সংযোজন, নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, যাত্রী সেবার মানোন্নয়ন, ইন-ফ্লাইট বিনোদন বৈচিত্র্য আনয়ন, নিরাপদ উড্ডয়নের আন্তর্জাতিক মানদন্ডে পাঁচ তারকা খেতাব অর্জন, মোবাইল এ্যাপস চালুকরণ, বিমানকে একটি লাভজনক সংস্থায় উন্নীতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বমানের একটি এয়ারলাইন্স হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বহুমাত্রিক নেতৃত্বে ও নির্দেশে বিমানের যাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে

যাচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিমানকে গড়ে তুলেছেন একটি আধুনিক এয়ারলাইন্স হিসেবে। বিমান বহরকে ঢেলে সাজাতে তিনি বিশ্বখ্যাত উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে অত্যাধুনিক ড্রিমলাইনারসহ ১২ (বার)টি নতুন উড়োজাহাজ ক্রয়ের সভরেন (Sovereign)গ্যারান্টি প্রদান করেন। বিমানের সকল নতুন উড়োজাহাজের নামকরণও তিনি নিজে করেন।

২০০৭ সালের পূর্বে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা বিমান পরবর্তীকালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৮ সালে নতুন প্রজন্মের ১০টি উড়োজাহাজের জন্য বোয়িং কোম্পানির সঙ্গে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চুক্তি করে বিমান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সহায়তা এবং Sovereign Guarantee-এর আওতায় ২০১১ সালে দুইটি ও ২০১৩ সালে দুইটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ২০১৫ সালে আরো দুইটি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এনজি বিমান বহরে যুক্ত হয়। ২০১৮ সালের আগস্ট ও নভেম্বরে দুইটি এবং ২০১৯ সালের জুলাই ও সেপ্টেম্বরে আরো দুইটিসহ মোট চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমান বহরে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে মোট দশটি এবং পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ডিসেম্বর ২০১৯ সালে দুইটি অত্যাধুনিক ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ ক্রয়ের ফলে বিমানের নতুন উড়োজাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় বারোটিতে। অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনার উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালে তিনটি নতুন ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ জিটুজি পদ্ধতিতে ক্রয়ের জন্য কানাডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশন (সিসিসি) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; উড়োজাহাজসমূহের একটি ইতিমধ্যে বিমনি বহরে যুক্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বও ২০২০ তারিখে ড্যাশ ৮-৪০০ বিমানটি শুভ উদ্বোবন করেন, অপর দুইটি ড্যাশ ৮-৪০০ বিমান ২০২১ সালের শুরুতেই বিমান বহরে যুক্ত হবে। এছাড়াও মিশরের স্মার্ট এভিয়েশন থেকে ইতোপূর্বে লীজকৃত একটি ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ ৩০ জুন ২০২০ তারিখ বিমান ক্রয় করে। ফলে নতুন ও পুরনো নিজস্ব ১৬টি উড়োজাহাজসহ বিমানের মোট উড়োজাহাজের সংখ্যা হবে ২১টি; যা বিমানের ইতিহাসে একটি রেকর্ড। নতুন উড়োজাহাজসমূহের অন্তর্ভুক্তিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরের গড় বয়স হবে ৬.৮ বছর যার ফলে বিমান পৃথিবীর অন্যতম নবীন বিমান বহর হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বজুড়ে ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ শহর যথাঃ আবুধাবি, দুবাই, জেদ্দা, রিয়াদ, দাম্মাম, মদিনা, দোহা, কুয়েত, মাস্কাট, কাঠমুন্ডু, কলকাতা, দিল্লি, কুয়ালালামপুর, সিংগাপুর, ব্যাংকক, লন্ডন, ম্যানচেস্টার, হংকং এবং গুয়াংজু ও অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কের ৭টি গন্তব্য যথাঃ চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার, সৈয়দপুর, রাজশাহী, বরিশাল, যশোরকে এক সুতোয় বেঁধেছে বিমান। কিছু প্রক্রিয়াধীন চুক্তি সম্পন্ন হলে মোট ৫৩টি দেশের বেশিরভাগ গন্তব্যেই সরাসরি বা একটি বিরতি নিয়ে যেতে পারবে বিমান।

অক্টোবর ২০১৯-এ মদিনায় এবং জানুয়ারি ২০২০-এ ম্যানচেস্টার স্টেশনে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণ/পুণঃপ্রবর্তন করায় ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ সরাসরি মদিনায় এবং উত্তর যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশিগণ স্বাচ্ছন্দে ঢাকা/সিলেট ও ম্যানচেস্টারের মধ্যে যাতায়াত করতে পারছেন। নিকট ভবিষ্যতে টোকিও, চেন্নাই, মালে, কলম্বো, টরেন্টো এবং শর্ত সাপেক্ষে নিউইয়র্কে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকাকে এই অঞ্চলের একটি হাব হিসেবে ব্যবহার করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টোকিও, টরেন্টো, লন্ডন, দিল্লী, কাঠমুন্ডু, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, কলকাতা, সিঙ্গাপুরের যাত্রীগণ ২ থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে অন্য গন্তব্যের জন্য কানেকটিং ফ্লাইট পাবেন।

International Air Transport Association (IATA) সংস্থার সদস্য হিসেবে IATA Operational Safety Audit (IOSA) Program কর্তৃক ২ বছর পর পর মোট ৭ বার নিরাপদ ও সুরক্ষিত সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিমান ২০১৯ সালে সুরক্ষাব্যবস্থায় ৫ তারকা সম্মাননা প্রাপ্ত হয়েছে।

বিমানের সহযোগী সেবা সংস্থা:

ক. গ্রাউন্ড-হ্যান্ডলিং ইউনিট: ১৯৭২ সাল থেকে বিমান গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ইউনিটটি বাংলাদেশের একমাত্র ইউনিট হিসেবে দেশের সকল বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং পরিসেবা প্রদান করছে। নিজস্ব উড়োজাহাজের পাশাপাশি ঢাকায় আগত আরো ২৪টি যাত্রীবাহী ও ১১টি কার্গো পরিবাহী বিদেশি এয়ারলাইন্সকে সেবা প্রদান করছে বিমানের গ্রাউন্ড-হ্যান্ডলিং ইউনিট।

খ. বিএফসিসি (বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার): উড্ডয়নকালীন উড়োজাহাজে খাবার সরবরাহের জন্য ১৯৮৯ সালে বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার সহায়ক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ISO-22000 সনদপ্রাপ্ত ক্যাটারিং সেন্টারটি সৌদিয়া, ইত্তেহাদ, মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স, থাই এয়ারওয়েজ, এমিরেটস, ড্রাগন এয়ার, চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বিমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে মার্চ ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ২৪০০০ ইউনিট খাবার সরবরাহ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিদিন খাবার তৈরির ক্ষমতা ৮৫০০ ইউনিট।

গ. বিপিসি (বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স): বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টারের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৬ সালে বিপিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা ১৯৮০ সালের নভেম্বরে দেশের সর্বপ্রথম পোল্ট্রি খামার হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বিপিসির ৯০% ডিম ও মুরগি বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টারে ব্যবহার করা হয়। বিপিসিতে উৎপাদিত গরুর দুধ, সবজি, মাছ কয়েকটি সেলস সেন্টারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। সম্প্রতি বিপিসি বিএফসিসিকে ইন-ফ্লাইট আইটেম হিসেবে গরু ও ছাগলের মাংস সরবরাহ করছে।

ঘ. বিএটিসি (বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টার): বিমানের বিভিন্ন বিভাগে দক্ষ কর্মীর যোগান, স্থানীয় ও বিদেশি এয়ারলাইন্সের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য দেশের একমাত্র EASAপার্ট- ১৪৭ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিএটিসি বিমানের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বিএটিসি পাইলট, কেবিন ক্রু, প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্য ও বিমানের প্রশাসনিক কর্মচারীদের অন জব ট্রেনিং ও আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করে থাকে। ভবিষ্যতে সিমুলেটর সংযোজন, ফ্লাইং একাডেমি, হেলিকপ্টার মেরামত ও চালনা একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিএটিসিকে একটি অন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

ঙ. বিমান মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ: ঢাকার ফার্মগেট এলাকায় বিমানের নিজস্ব ভবনে ১৯৭৯ সালে স্থাপিত বিমান মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগে এয়ারলাইন্সের যাবতীয় অপারেশনাল এবং নন-অপারেশনাল ও প্রমোশনাল আইটেম মুদ্রণ ও তৈরি করা হয়। বিমানের নিজস্ব মুদ্রণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিমান প্রেস বাণিজ্যিকভাবে অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মুদ্রণ কাজ করে থাকে। বিমান প্রেসে বর্তমানে ১টি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রি-প্রেস ডিজাইন ইউনিটসহ ২টি হাইডেলবার্গ প্রিন্টিং মেশিন, ১টি পোলার কাটিং মেশিন, ১টি প্লেট মেকিং মেশিন ও ১টি পারফোরেটিং মেশিন, একাধিক ধরনের ল্যামিনেটিং মেশিন ও ডাই-কাটিং মেশিন রয়েছে যার ফলে বিমান প্রেস একটি আধুনিক প্রেস হিসেবে সব ধরনের প্রিন্টিং কার্যক্রম সম্পাদনে সফল।

চ. প্রকৌশল বিভাগ: বিমান বহরে সংযোজিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বোয়িং ৭৮৭-৮ ও বোয়িং ৭৮৭-৯ উড়োজাহাজসহ ৭৭৭-৩০০ ইআর, ৭৩৭-৮০০ ও ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজসমূহের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিমান প্রকৌশল ও ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট পরিদপ্তর ইতোমধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও যন্ত্রাংশ মজুদসহ প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করেছে। বর্তমান কারিগরি সক্ষমতা দিয়ে বিমান প্রকৌশল হ্যাংগারে বোয়িং ৭৮৭-৮ ও বোয়িং ৭৮৭-৯ এর "A"check (১০০০ উড্ডয়ন ঘন্টা পরপর প্রথম স্তরের রক্ষণাবেক্ষণ) নিয়মিত সম্পন্ন হচ্ছে। পরবর্তীতে ৩ বছর পরপর করণীয় ভারী রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম তথা "C" check সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিজস্ব সক্ষমতায় সম্পন্ন হওয়ায় বিমানের বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে, যা বিমানের অন্যান্য সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নসহ বাৎসরিক মুনাফা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

ছ. মোটরট্রান্সপোর্ট: বিমানের মোটরট্রান্সপোর্ট বিভাগ ১৪০টি যানবাহনের মাধ্যমে প্রতিদিন ৬৯টি রুট থেকে ২৮০০ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী, পাইলট, কেবিন ক্রু ও প্রকৌশলীকে পরিবহণ করে থাকে। মোটরট্রান্সপোর্ট বিভাগ বিমান ও বিএফসিসির সকল যানবাহনের মেরামত, ডেন্টিং-পেইন্টিং, সংযোজন ও সার্ভিসিং এর কাজ নিজস্ব ওয়ার্কশপেই করে থাকে। সম্প্রতি বিভাগটিতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যক্তিগত/অন্যান্য অফিস/সংস্থার যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

কার্গো ভিলেজ: যাত্রী পরিবহনের পাশাপাশি বিমান বাংলাদেশ কার্গো পরিবহনের সুবিধার্থে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি কার্গো ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে বিদেশে পাঠানোর পূর্বে মালামাল মোড়ককিকরণ এবং লেবেলযুক্ত করণের কাজ করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিকট থেকে ACC3 (তৃতীয় দেশের বিমানবন্দর থেকে ইউরোপগামী এয়ার কার্গো বা মেল ক্যারিয়ার) ও RA3 (তৃতীয় দেশের জন্য নিয়ন্ত্রক এজেন্ট) সনদপত্র লাভ করে। সুরক্ষার মান উন্নত করার পর ২০১৮ সালের মার্চ মাস থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইউরোপের সমস্ত গন্তব্যে সরাসরি কার্গো পরিবহনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

বিমানের নিজস্ব সেবাসমূহ: অত্যাধুনিক বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারসহ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বেশিরভাগ নতুন বিমানগুলিতে ইন্টারনেট, ওয়াইফাই, মোবাইল টেলিফোন, মুভি স্ট্রিমিং, লাইভ টিভি স্ট্রিমিং এবং অন-বোর্ড টাচ স্ক্রিন থ্রিডি রুট-ম্যাপ সেবা চালু করেছে। ২০১৭ সালের মার্চ থেকে বিমান ডায়াবেটিস এবং শিশুদের খাবারের প্যাকেজসহ নতুন-বৈচিত্র্যযুক্ত খাবার এবং পানীয় সরবরাহ করছে, যা প্রতি তিন মাস অন্তর যুগোপযোগী করা হয়।

টিকেট ক্রয় ও বিক্রয়ে স্বচ্ছতার জন্য মোবাইল অ্যাপ ৫স ও অটোমেশন পদ্ধতির প্রবর্তণের ফলে যাত্রীগণ ফ্লাইট সম্পর্কিত সকল তথ্য, ফ্লাইট স্ট্যাটাস, শিডিউল, অনলাইন টিকেট ও রিফান্ড, বুকিং করার সুবিধা পাচ্ছেন। কল সেন্টারের উন্নয়ন সাধন ও জুন ২০২০ থেকে ঢাকার ধানমন্ডি, ফার্মগেট ও প্রধান কার্যালয় বলাকায় তিনটি আধুনিক সেলস সেন্টারের মাধ্যমে যাত্রীগণ বিমানের অন্যান্য সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। দ্রুততম সময়ে ব্যাগেজ ডেলিভারি (প্রথম ব্যাগেজ ১৮ মি. এবং শেষ ব্যাগেজ ৬০ মি.), সময়ানুবর্তিতা (৮০-৮২%), দক্ষ ও পেশাদার ককপিট ও কেবিন ক্রু নিয়োগ, যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য ইন-ফ্লাইট সার্ভিসের উন্নয়ন সর্বোপরি আধুনিক উড়োজাহাজের সম্মিলনে নবরূপের বিমানের যাত্রীর সংখ্যা, সুনাম ও আর্থিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিমানের যাত্রীসেবা এখন পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় উন্নত ও আন্তরিক।

34G

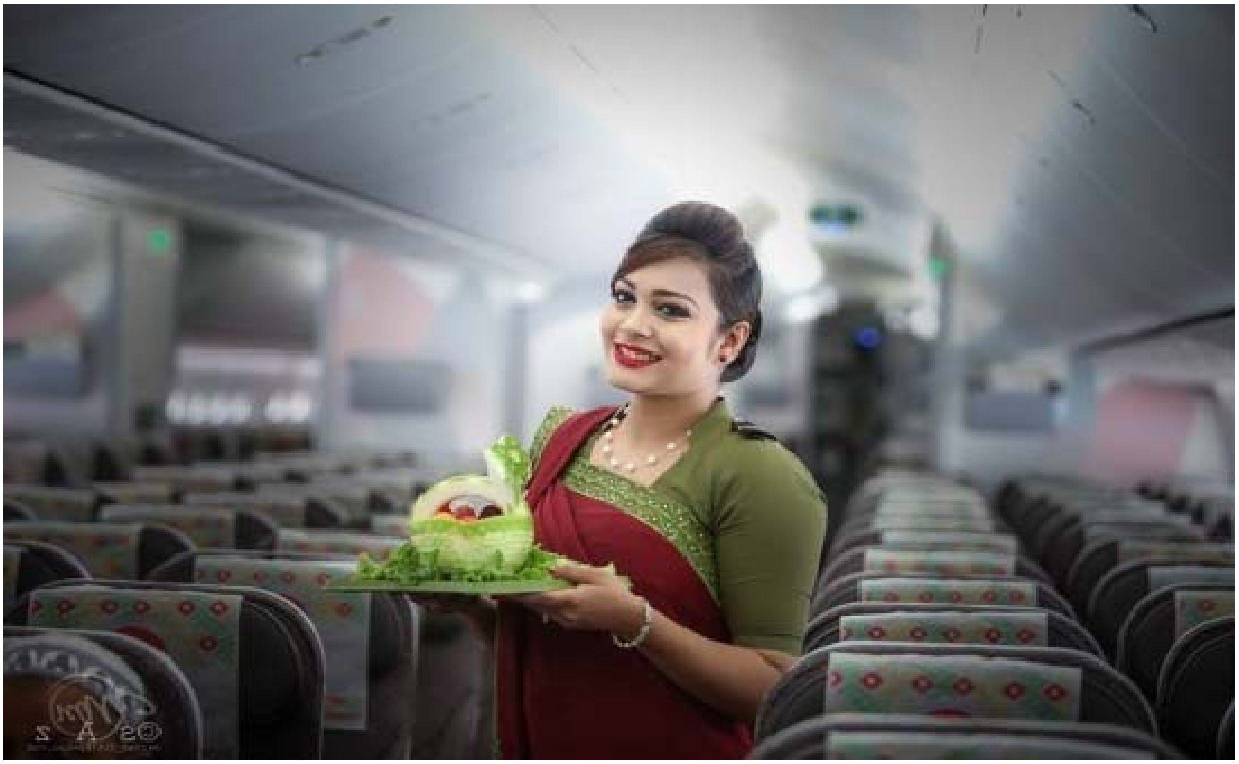

বিমানে নব যোগদানকৃত কেবিন ক্রু

মুজিব শতবর্ষ ও বিমান

মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিজস্ব ১৩ টি উড়োজাহাজে এবং বিমানের প্রতিটি টিকিট ফোল্ডারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মুজিব বর্ষের লোগো লাগানো হয়েছে। ২০২০ এর ১৭ মার্চ হতে ২০২১ এর ১৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতি মাসের ১৭ তারিখে ১৭ টি রুটের প্রতিটিতে ১৭ জন যাত্রীকে (বিমান মোবাইল এ্যাপে টিকিট ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) তাদের টিকিটের উপর ১৭% ছাড় দেয়ার বিষয়টি ১ মার্চ ২০২০ হতে চালু রয়েছে এবং মুজিব বর্ষ ব্যাপী চলবে (বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বন্ধ আছে)। মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষ্যে ৫০,০০০ পিস ক্যালেন্ডার এবং ৩০,০০০ পিস ডায়েরিতে মুজিব বর্ষের লোগো ছাপানো হয়েছে। বাংলাদেশ হতে ছেড়ে যাওয়া (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের মুজিব বর্ষ লোগো সম্বলিত ৫,০০০ কোট পিন উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে ইন-ফ্লাইট এন্টারটেইনমেন্ট-এর প্রতিটি সিটের এলইডি মনিটরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত ০৩ মিনিটের ভিডিও, লোগো ও ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ই-মেইল ও ই-নথিতে মুজিব বর্ষের লোগো ব্যবহার প্রচলন করা হয়েছে। লেটারহেড প্যাড, খামে মুজিব বর্ষের লোগো বিমান প্রেসে ছাপানো হয়েছে। মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে মুজিব বর্ষের লোগো সম্বলিত পোলো টি-শার্ট পরিধানপূর্বক জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিমানের প্রধান কার্যালয়, বলাকার লবিতে ১৭ কেজি ওজনের কেক কাটা ও বলাকা ভবন, বিমান মতিঝিল অফিস, ইন্টারন্যাশনাল সেলস কাউন্টারসহ সকল অভ্যন্তরীণ স্টেশনের সিটি অফিস ও এয়ারপোর্ট কাউন্টার ব্যানার, ফেস্টুন, ডাংলার ও আলোক সজ্জার মাধ্যমে সুসজ্জিত করা হয়। বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা-এর প্রধান ফটকের পাশে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড/মনিটরে মুজিব বর্ষের ভিডিও, লোগো প্রদর্শন চলমান রয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিমানের যাত্রীদের খাদ্য মেন্যুতে বৈচিত্র্য আনয়ন ও ক্যাপ্টেন কর্তৃক যাত্রীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় ও যাত্রা পথের তথ্য অবহিতকরণ চালু করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ ও বিমান: দীর্ঘদিন পর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ২১৮ কোটি টাকা নীট মুনাফা করে। সদাশয় সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি, বিমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টি, আধুনিক পরিচালন পদ্ধতির প্রবর্তণ, সঠিক পরিকল্পনা, আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও সর্বোপরি কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকতা ও কঠোর পরিশ্রম বিমানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের সমকক্ষ করে তোলার কক্ষপথে তুলে এনেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিমানের করপূর্ব মুনাফা ছিল ৪৭০ কোটি টাকা। কিন্তুকোভিড-১৯ এর বিশ্বব্যাপী নেতিবাচক প্রভাব থেকে বিমানও মুক্তি পায়নি। গত মার্চ ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বিমানকে ৪১০৩টি ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে এবং এই কারণে এই সময়ে বিমানের করপূর্ব (অনিরীক্ষিত) ক্ষতি হয়েছে ৫৯৭ কোটি টাকা। করোনাকালে বিমানের চলাচল শূণ্যের কোঠায় নেমে আসায় সিংহভাগ আয়ের ক্ষেত্র বন্ধ হয়ে গেলেও আধুনিক প্রযুক্তির উড়োজাহাজসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণের কিস্তিসহ অন্যান্য নির্ধারিত খরচ হিসেবে গড়ে মাসিক ৩৫০ কোটি টাকার ব্যয়ভার বিমানকে বহন করতে হচ্ছে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ১০০০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই সংকট কিছুটা প্রশমিত হলেও জানুয়ারি ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বিমানের ২৭৬১ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়নি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের মিশনসমূহের সক্রিয় সহযোগিতায় বিমান করোনাকালে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, বাহরাইন, মিশর, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, মালদ্বীপ, কম্বোডিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, ভারত, সিঙ্গাপুর, আরব আমিরাত, কাতার, লেবাননসহ বিভিন্ন দেশে চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। মার্চ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ১৭৮টি বিশেষ ফ্লাইটে প্রায় ২০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করে ১০৮ কোটি টাকা বিমান আয় করেছে। করোনার প্রাদুর্ভাবের মাঝেই প্রথমবারের মতো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ ইউএন মিশনে গমনকারী শান্তিরক্ষী পুলিশ বাহিনী,

বিমান বাহিনী ও সেনাবাহিনীর ২০টির অধিক দলকে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো, ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, সাউথ সুদান ও মালির কয়েকটি শহরে পৌঁছে দিয়েছে এবং এই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রথমবারের মতো যাত্রীবাহী উড়োজাহাজকে প্রকৌশলীগণের সহায়তায় কার্গো পরিবহণ উড়োজাহাজে রূপান্তরের মাধ্যমে করোনাকালে ৭টি শুধু কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করে ১২ কোটি টাকা আয় করেছে। কার্গো পরিবহণের এই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই বিমান অচিরেই পূর্ণরূপে কার্গো বা ফ্রেইটার ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে সামর্থ্য অর্জন করবে।

কোভিড-১৯ সময়ে যাত্রীসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রণীত ও নির্দেশিত স্বাস্থ্য বিধিসমূহের আলোকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যাত্রী সুরক্ষার কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। উড়োজাহাজকে সার্বক্ষণিক জীবাণুমুক্ত রাখা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিজেদের তৈরিকৃত নিরাপদ হাইজিন কীট সরবরাহ করে যাত্রীদের ভ্রমণকে শংকামুক্ত করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেই বিমান করোনাকালে পরিচালিত হয়েছে।

আকাশপথে সময়মত নিরাপদ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মূল লক্ষ্য। আর এর মাধ্যমেই অর্জিত হবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বা আকাশে এক টুকরো বাংলাদেশ হতে পেরে বিমান গর্বিত। প্রতীকটি যেন এ জাতির গর্ব, মূল্যবোধ ও আদর্শেরই ইঙ্গিত বহন করে। অতিমারির আঘাতকে শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে অচিরেই অধিকতর শক্তিশালীরূপে আবির্ভূত হবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স; জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ায় দৃঢ়প্রত্যয়ে বিমানের স্বপ্নডানায় ভর করেই নির্মিত হবে আকাশে শান্তির নীড়। স্বপ্নের সওদাগর বিমান সত্যিই আমাদের স্বাধীনতার পাখা 'Wings of Freedom'

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিমানের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

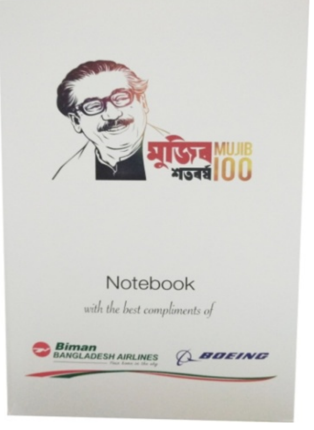

মুজিব বর্ষ লোগো দিয়ে কোট পিন, নোট বুক, গিফ্‌ট ব্যাগ তৈরি করা হয়

মুজিব বর্ষ লোগো দিয়ে টি-শার্ট, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, ক্যাপ তৈরি করা হয়

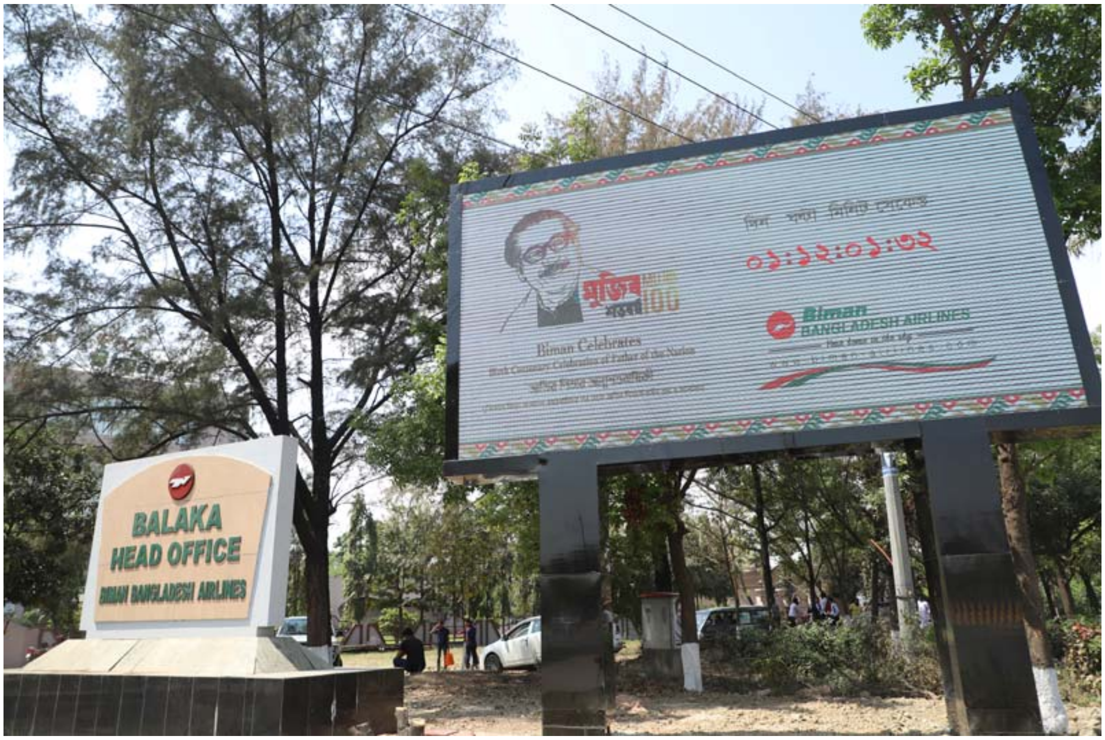

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিমান হেড অফিস বলাকা’র সম্মুখে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিমানের বিভিন্ন অফিসে ব্যানার/ফেস্টুন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এ গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রধান কার্যালয় বলাকা'য় কেক কাটার মাধ্যমে মুজিব বর্ষ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন

বিমানের উড়োজাহাজে মুজিব বর্ষ লোগো দিয়ে ব্রান্ডিং করা হয়

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ১৬-১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বিমান হেড অফিস বলাকা'য় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

জাবেদ আহমেদ

বঙ্গবন্ধু, যে নামটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে একটি দেশ, একটি জাতি এবং একটি মানচিত্র ও লাল সবুজের পতাকা। বঙ্গবন্ধু একটি আলোকবর্তিকা, যিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি সোনার বাংলার যেখানে মানুষ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে । জীবনের একটি বিরাট অংশই স্বাধীন ও সোনার বাংলা বিনির্মাণে তিনি কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে । অবশেষে স্বপ্নদ্রষ্টা সেই রাজনীতির মহাকবির হাত ধরেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ নামক একটি দেশের উপাখ্যান রচিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তিনি সোনার বাংলা বিনির্মাণে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় খাতসমূহের উন্নয়নে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন রোল মডেলের মাধ্যমে দেশকে ঢেলে সাজান। স্বপ্নসারথি ও দূরদর্শী নেতৃত্ব গুণের কারণে তিনি বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্য্যকে বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাবনাময় পর্যটন খাতের উন্নয়নে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নং আদেশবলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। অতত্রব বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গোড়াপত্তন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন একক বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। পর্যটন শিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে এটি শ্রমঘণ শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা বিশ্বের বৃহদাকার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একটি দেশ ও তার অর্থনেতিক চালিকা শক্তিকে বেগবান করতে সেদেশে আগত ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টগণ সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বহিঃবিশ্বে পর্যটন শিল্পের কার্যকর প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ২০১০ প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঠিক নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পাশে পেয়েছে পর্যটন বিষয়ক বিভিন্ন প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার, পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহকে। বহিঃবিশ্বে কার্যকর প্রচারণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এ যাবতকালে আয়োজিত সর্ববৃহৎ ইভেন্ট ICC World cup 2011এর লোকাল পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণকে উপস্থাপন করে। এ সময় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রথমবারের মত"Beautiful Bangladesh-The School of Life"ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে যা দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় । এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Land of Stories and Land of Rivers প্রোমোশনাল ভিডিও প্রস্তুত ও প্রচার করে যা বহিঃবিশ্বে পর্যটন খাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

বাংলাদেশে ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টেদের আগমন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন visit Bangladesh 2016 এর উদ্বোধন করেন যা পরবর্তীতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এ ক্যাম্পেইনের আওতায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ঢাকা, কুয়াকাটা, কক্সবাজার, সুন্দরবন, সিলেটসহ প্রধান পর্যটন গন্তব্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে র‍্যালি, কর্মশালা, বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটনের সোর্স মার্কেট ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া , জাপান, ইংল্যান্ড, ইটালিসহ বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ও রোডশোতে স্টেকহোল্ডারসহ অংশগ্রহণ করে থাকে। এ সকল মেলার মাধ্যমে ট্যুর অপারেটরগণ বিটুবি সেশনে অংশগ্রহণ করে যা তাঁদেরকে বিভিন্ন ট্যুর প্যাকেজ ও ব্যবসায়িক চুক্তির সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও এ

লেখক: জাবেদ আহমেদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

সকল মেলা ও রোডশোতে বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্য বিষয়ক উপস্থাপনা, মিডিয়া মিটিং, সরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্যের প্রচার করা হয়। ফেম ট্যুর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যকর প্রচার কার্যক্রমে অন্যতম অনুষঙ্গ। প্রতিবছর আয়োজিত এ ফেম ট্যুরের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের সোর্স মার্কেট হতে পর্যটন বিষয়ক সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী এবং ট্যুর অপারেটরগণকে বাংলাদেশ ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে সাংবাদিকগণ স্ব স্ব মিডিয়ায় বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্যের খবর প্রচার করে এবং ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্য তাদের আইটিনারিতে অন্তর্ভুক্ত করে । ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ১১ টি দেশের ২৭ জন পর্যটন বিষয়ক সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী নিয়ে একটি সফল ফেম ট্যুরের আয়োজন করে।

পর্যটন বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যেমন United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Pacific Asia Travel Association (PATA), The standing committee for Economic and commercial cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation(COMCEC), Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), The Indian Ocean Rim Association (IORA), Developing-8 (D8) সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে, যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও UNWTO কর্তৃক আয়োজিত General Assembly, PATA কর্তৃক আয়োজিত PATA Board Meeting, SESRIC কর্তৃক আয়োজিত Tour Operator Award প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন সংগঠনের পর্যটন বিষয়ক নানাবিধ কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স এবং সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে।

পর্যটন শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিবছর ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, কমিনিউটি বেইজড ট্যুরিজম প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। এর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পে দক্ষ ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড তৈরি হচ্ছে। টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও United Nation Volunteer যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে ভলন্টিয়ার গ্রুপ তৈরি করছে। পর্যটন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জেলা প্রশাসনের সহায়তায় দেশব্যাপী অনলাইনে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করছে, যেখানে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিগণ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, উন্নয়নকর্মীসহ, স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পে আন্তর্জাতিক দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করেছে।

ট্যুরিজম মাস্টার প্লান যেকোন দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর পদক্ষেপ যা দেশের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজাতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য দেশি ও বিদেশি পর্যটন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ফার্ম কাজ করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আঠারো মাসব্যাপী তিনটি পর্যায়ে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের জন্য উপযোগী একটি মাস্টার প্লান প্রস্তুত করবে। এটি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা এবং সমস্যা ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কৌশল প্রণয়ন করবে যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে নবদিগন্তের সূচনা করবে।

দেশি ও বিদেশি ট্যুরিস্টদের পর্যটন গন্তব্যে আকর্ষণের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো গন্তব্যসমূহে মৌলিক সুবিধাদি সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যে মৌলিক সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কাজ করছে । এছাড়া বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক পর্যটন গন্তব্যে ট্যুরিস্টদের সুবিধার্থে কফিশপ, স্যুভেনির শপ সম্বলিত আধুনিক রেস্টরুম ও ওয়াশরুম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ডিজিটাল বোর্ড, ডিজিটাল মার্কেটিং কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে Beautiful Bangladesh নামে ফেসবুক, ইউটিউব,

ট্যুইটার, লিংকডইন, ইনস্টাগ্রাম এবং পিন্টারেস্ট প্লাটফর্ম প্রস্তুত করেছে। Facebook:www.facebook.com/Beautiful Bangladesh Travel; Twitter:www.Twitter.com / Beautifulbd365: Instagram:www.instagram, com/company/beautifulbanladeshofficial:www.linkedin.com / company / Beautifulbangladesh; Youtube:www,youtube.com / BeautifulBangladeshOfficial এ সকল প্লাটফর্মে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পর্যটন গন্তব্যের স্টোরি, ফটো, ভিডিও ক্লিপস, বিভিন্ন ক্যাম্পেইন, ট্রাভেল শো, ট্যুরিজম ক্যাটাগরিভিত্তিক পোস্ট করা হচ্ছে। এ সকল প্লাটফর্মে দেশি ও বিদেশি ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফেসবুক পেজে ফলোয়ার সংখ্যা দুই লক্ষ। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পের কার্যকর প্রচারের লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি Beautiful Banglasesh নামে একটি প্রমোশনাল ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে এর এড্রেস হচ্ছে www.beautifulbangladesh.gov.bd যা ট্যুরিস্টদের জন্য One Stop Sevice হিসেবে কাজ করবে। ডিজিটাল কনটেন্ট যেমন Audio Visual Content, Social Media Content, Animated Video নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান ৭০০ টি ভিডিও ক্লিপস, ৫০০ টি ফটো, ১৫০ টি এনিমেটেড ভিডিও ,০৫ টি ডকুমেন্টারি নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে Tiger Roar নামক দুইটি ই-নিউজলেটার এবং প্রতি তিন মাস অন্তর একটি নিউজ লেটার প্রস্তুত ও প্রচার করা হচ্ছে। Android and iOS ভিত্তিক দুটি পর্যটন বিষয়ক এপ্লিকেশন নির্মাণের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

কোভিড-১৯ থমকে দিয়েছে পুরো বিশ্ব যা বিশ্বের পর্যটন ও এভিয়েশন খাতকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর প্রভাব বাংলাদেশেও বিদ্যমান। এটি বাংলাদেশে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি ও প্রায় ৫ লক্ষের অধিক মানুষের কর্মসংস্থান হ্রাস করেছে। পর্যটন শিল্পের এ ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে এবং পর্যটন শিল্প পুনঃচালুকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ট্যুরিস্ট, ট্যুর অপারেটর, ট্রান্সপোর্ট, পর্যটন কেন্দ্র, হোটেল, বিনোদন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন খাতের জন্য "কোভিড-১৯ চলাকালে পর্যটক ও পর্যটন খাতের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা" প্রস্তুত ও বিতরণ করেছে। এছাড়া ও বিদেশি ট্যুরিস্টদের কোভিড নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান এবং বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের পুণঃচালুকরণ বিষয়ে Reviving Happiness বিষয়ক একটি টেলিভিশন কমার্শিয়াল (ভিডিও) প্রস্তুত এবং প্রচার করা হয়েছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ ছিল জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণে অর্থনীতির অন্যান্য খাত যেমন গার্মেন্টস, রেমিট্যান্স ইত্যাদির মত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্ব ও অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের কার্যকর অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এশিয়ায় অর্থনীতিতে রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে এদেশে ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে অবদান রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর মুজিববর্ষ পালন

শাহ্ আবদুল আলীম খান

মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটে মুজিববর্ষ পালন শীর্ষক স্বতন্ত্র পেজ তৈরি যেখানে বঙ্গবন্ধুর আইকনিক ছবি এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উপর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ভিডিও ক্লিপস আপলোড করা হয়েছে । এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিটিবির কর্মপরিকল্পনা পিডিএফ আকারে আপলোড করা হয়েছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ‘মুজিববর্ষ’ শীর্ষক ওয়েবসাইট http://www.mujib100.gov.bd/ এর লিংক সংযুক্ত করা হয়েছে। মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত উন্নতমানের কলম তৈরি করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অফিসে আগত অতিথিদেরকে উপহার হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে।

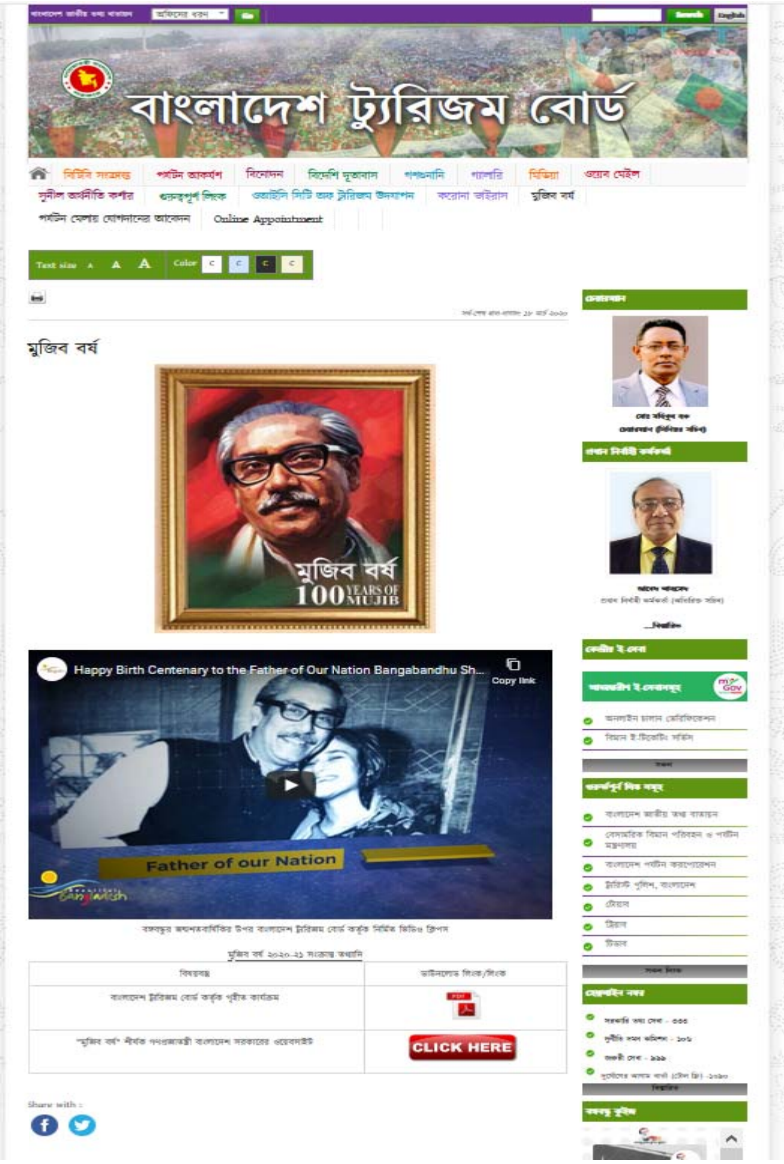

লেখক: শাহ্ আবদুল আলীম খান, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতি জাদুঘর’এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ০২ টি পৃথক ব্রশিউর (বাংলা ও ইংরেজিতে) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ঘনিষ্ঠ আবেগঘন বিষয় দেশে-বিদেশের জন মানুষের অন্তরের আরো কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে পর্যটন আকর্ষণ (Tourism Attraction) বিষয়ে (১.অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি, বিষয়বস্তু:বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং ২.একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী, বিষয়বস্তুঃ পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন) এ ২টি ক্যাটাগরিতে ৬৪ জেলায় উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইমেইলের মাধ্যমে রচনা প্রেরণের শেষ তারিখ নির্ধারিত ছিল ৩০ অক্টোবর ২০২০। যাচাই বাছাই শেষ হলে বিজয়ীদের সনদ পত্র ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

দেশের ০৮ টি বিভাগের মধ্যে ০৪ টি বিভাগে (ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল, সিলেট)এ কনসার্ট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার পরিকল্পনা থাকলেও কোভিড-১৯ মহামারী কারণে কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার এবং রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় মুজিবর্ষের মধ্যে নিরাপদ সময়ে এ সকল কনসার্ট / সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাগেরহাট, কুমিল্লা (ময়নামতি) ,বগুড়া (মহাস্থানগড়) ও নওগাঁ (পাহাড়পুর)-এ অনুষ্ঠান উদযাপন, আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রস্তুতকৃত কর্মসূচি ও চাহিদা অনুসারে আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ’কে ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা, আঞ্চলিক পরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট’কে ১৯১১৫০/-(এক লক্ষএকানব্বই হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা এবং আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ’কে ৩,৭৫,০০০/-(তিন লক্ষ পচাঁত্তর হাজার) টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেল-এর ভুমিকা

বর্তমান ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলটি মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনার সাক্ষী। এই হোটেলটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ভুট্টোর আলোচনা, বিদেশি সাংবাদিকদের আবাসনসহ বহু ঘটনার সাক্ষী।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেল ১৯৭১ এর জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) তদানীন্তন সভাপতি জুলফিকার আলি ভুট্টো এর নেতৃত্বে একটি দল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন এবং ইন্টারকন্টিন্টোল হোটেল-এ অবস্থান করেন। এই হোটেলে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলে। এই আলোচনায় জনাব ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংখ্যা লঘু পিপিপির সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগকে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার জন্য আহ্বান জানায়। সঙ্গত কারণেই বঙ্গবন্ধু ভুট্টোর প্রস্তাব নাকচ করে দেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফারও পরিবর্তন করার প্রস্তাব করলে বঙ্গবন্ধু তাও নাকচ করে দেন।

হোটেলটি আবারও আলোচনায় আসে যখন ভুট্টো ও তার সফরসঙ্গী ২১ মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু ও পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এর মধ্যে চলমান আলোচনায় যোগদানের জন্য ঢাকায় আসে এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে অবস্থান করে। ঐ সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হোটেলের সামনের রাস্তায় জনগণকে ভুট্টোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা যায়।

এছাড়াও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসাবে ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে কারণ মহান মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহের জন্য বিবিসি, এ.পি, এএফপি, রয়টার্স ইত্যাদি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের বিদেশি সাংবাদিকবৃন্দ এই হোটেলে অবস্থান করছিল। ২৫ মার্চ কালো রাতে পাক বাহিনীর ইতিহাসে অন্যতম বর্বরোচিত ও ঘৃণ্যতম গণহত্যা শুরুর আগেই তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে সকল বিদেশি সাংবাদিককে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। শুধুমাত্র ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ও এপির আলোকচিত্র শিল্পী হোটেলে আত্মগোপন করেছিলেন। পরে সাইমন ড্রিং হোটেল এর কর্মচারীদের পোশাক পরিধান করে হোটেল-এর রান্নাঘরে আত্মগোপন করেছিলেন। পরবর্তীতে এই হোটেলে বিবিসির প্রখ্যাত সাংবাদিক মার্ক টালি অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ গ্রহণ করতেন এবং বিশ্বব্যাংককে জানাতেন। তিনি হোটেল এর ছাদ হতে পাকবাহিনীর ভয়াবহ নৃশংসতা পর্যবেক্ষণ করতেন।

বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে দেখানোর জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাংক এর প্রতিনিধিকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানায় এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে। সেক্টর-২ এর ক্র্যাক প্ল্যাটুন সদস্যরা “হিট এন্ড রান” অপারেশন চালিয়ে তাঁকে হোটেল প্রবেশ করতে না দিয়ে পাকিস্তান সরকারের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। উল্লেখ্য, তদানীন্তন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় কর্মরত খাজা নিজাম উদ্দিন (বীর উত্তম) ও ওসমান মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে শাহাদৎ বরণ করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় হোটেলটি ঢাকায় জাতিসংঘের সাময়িক অপারেশনাল কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জাতিসংঘ ও আন্তজার্তিক রেডক্রস সোসাইটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকাকে নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেয়। মার্চ মাসে পাকবাহিনীর আক্রমণের সময় পাকিস্তান সরকারের অবাঙ্গালী কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারদের এই হোটেলে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয় যাদেরকে পরে ভারতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে প্রেরণ করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয়ের প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ গভর্ণর ড.এ. এম, মালেক ও তার পুতুল সরকারের মন্ত্রীবৃন্দদের কারাগারে প্রেরণের পূর্বে এই হোটেলে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলটি স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক ঘটনা প্রবাহের সাক্ষী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান হয়ে থাকবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

স্বাধীনতার মহান স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির সাথে জড়িত অথবা স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড কর্তৃক নিম্নলিখিত ৩ (তিন) টি ধাপে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ

১। মুজিববর্ষ পূর্ববর্তী কর্মসূচি (১০ জানুয়ারি হতে ১৬ মার্চ ২০২০)

(১.১) কাউন্টডাউন ঘড়ি- ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা - এর উত্তর ও পশ্চিম গেইটে একটি করে মোট ২ (দুই)টি কাউন্টডাউন ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছিল।

কাউন্টডাউন ঘড়ি

(১.২) মুজিববর্ষের জন্য আইসিডিতে ২ টি ও বিআইসিডিতে ২ টি বৃহদাকার বেলুন উড্ডয়ন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষের বেলুন

(১.৩) ওয়েবসাইটে কাউন্টডাউন ঘড়ি প্রদর্শন করা হয়েছে।

(১.৪) কোম্পানির খাম ও লেটার হেড পেপার , ওয়েবসাইট, ডায়েরি, এলইডি ডিসপ্লে সকল অতিথি কক্ষের টেলিভিশনে, সকল মেইল সিগনেচারে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার ও প্রদর্শন করা হয়েছে।

(১.৫) দেশের খ্যাতনামা সিনিয়র শিল্পী কর্তৃক জাতির পিতার প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে এবং হোটেলের দর্শনীয় স্থানসমূহে প্রদর্শিত হয়েছে।

(১.৬) ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা-এর বাইরের দিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। (মিন্টোরোড) ১০ জানুয়ারি ২০২০ হতে আরম্ভ করা হয়েছে এবং ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

(১.৭) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ,আগত অতিথিদের স্বাগত জানানো ও অতিথি সেবা প্রদান চলমান রয়েছে।

২। জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে বাস্তবায়িত কার্যক্রম:

(২.১) ইন্টারকন্টিনেন্টাল, বলাকা ও বিআইসিসি ভবন সমূহ ১৫ হতে ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা

(২.২) ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা এর প্রাচীরের বাইরের অংশে ও বিআইসিসি এর প্রাচীরের বাহিরের অংশে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের আলোকচিত্র দিয়ে ১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে

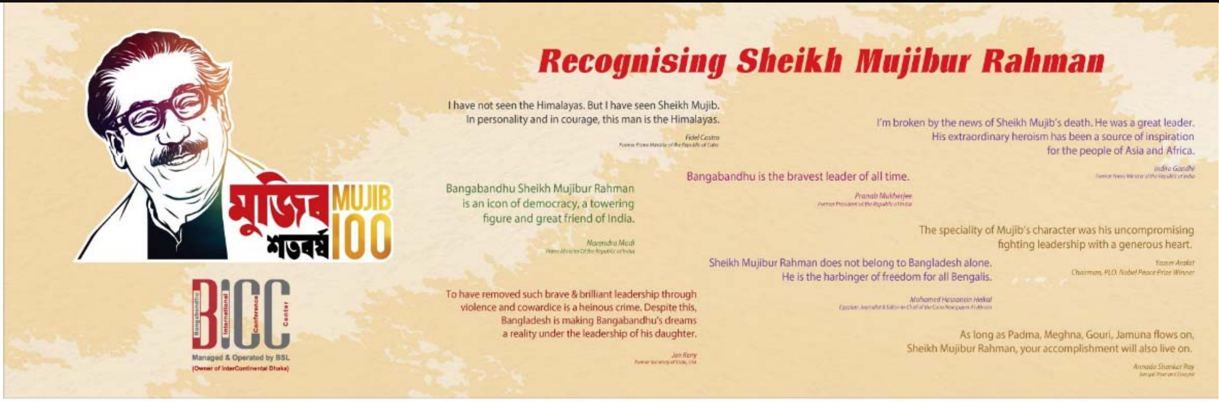

বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের আলোকচিত্র

(২.৩) ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত বিশেষ টি-শার্ট প্রদান করা হয়েছে।

মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত বিশেষ টি-শার্ট

(২.৪) ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলে জাতির পিতার জন্মদিনের কেক কাটা ও আগত অতিথিগণের মাধ্যমে কেক ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন উদযাপন

(২.৫) হোটেল সংলগ্ন রাস্তায় পথচারীগণের মধ্যে মিষ্টি ও পানি বিতরণ করা হয়েছে।

(২.৬) ফ্রন্ট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিশেষ পোশাক পরিধান করা হয়েছে।

৩। মুজিববর্ষ উদযাপন ১৮ মার্চ ২০২০ হতে ২৬ মার্চ ২০২১:

(৩.১) সকল অতিথি কক্ষে ইংরেজী ও বাংলায় জাতির পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদর্শন।

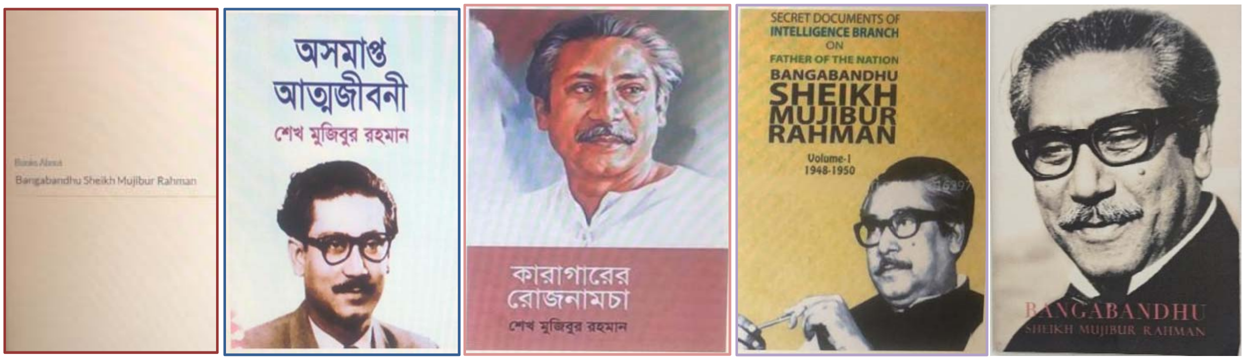

মুজিবর্ষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা হোটেলের অতিথি কক্ষে সরবরাহ

(৩.২) সকল ই - মেইল ও স্বাক্ষরে লোগো ব্যবহার করা হয়েছে।

(৩.৩) ১৫ আগষ্ট ২০২০ শোক দিবসে বিভিন্ন এতিমখানায় এতিমদের জন্য খাবার প্রেরণ।

(৩.৪) ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা এ মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়েছে।

(৩.৫) মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত গেঞ্জি, ক্যাপ ও কোটপিন তৈরি করা হয়েছে।

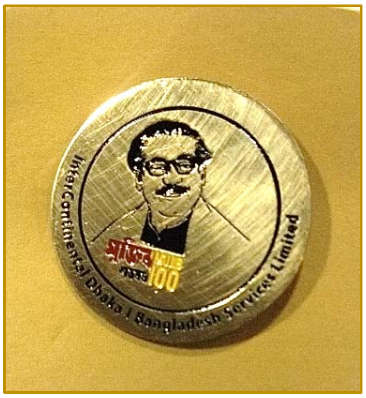

(৩.৬) বিএসএল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ Web Page এ আপলোড করা হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁও হোটেলের স্বত্বাধিকারী। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শেয়ারের মালিক বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে আগত অতিথিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান অতিথিদের আবাসিক সুবিধা সংকুলানের নিমিত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় একটি পাঁচতারকা মানের হোটেল প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে "সোনারগাঁও হোটেল" এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে হিল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

কাউন্টডাউন ঘড়ি

সোনারগাঁও হোটেলের উত্তর-পশ্চিম পাশে স্থাপিত ডিসপ্লে বোর্ডে এ কাউন্টডাউন ঘড়ি প্রদর্শন করা হয়।

সোনারগাঁও হোটেলের উত্তর-পশ্চিম পাশে স্থাপিত ডিসপ্লে বোর্ডে
বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও আদর্শের উপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।

হোটেলের অভ্যন্তরে স্থিরচিত্র প্রদর্শন

সোনারগাঁও হোটেলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে মুজিববর্ষের লোগো ও পোর্ট্রেট স্থাপন করা হয়েছে।

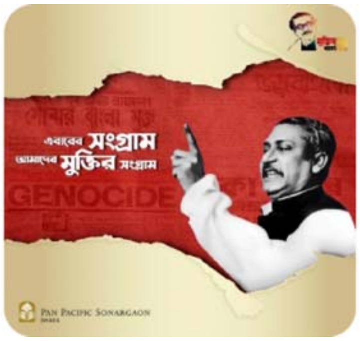

মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার

হিল ও সোনারগাঁও হোটেলের লেটার হেড প্যাড এবং খামে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও হোটেলের নোট প্যাড, পোস্টার ও লিফলেটে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্যুভেনির আইটেম তৈরি

মুজিববর্ষের লোগো দিয়ে কোট পিন ও কলমসহ বিভিন্ন স্যুভেনির আইটেম তৈরী করা হয়।

আলোকসজ্জা

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১৬, ১৭ ও ১৮ মার্চ, ২০২০ সালে সোনারগাঁও হোটেলে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

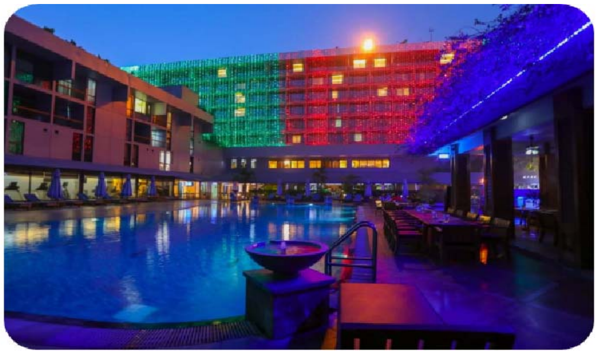

ব্যানার / বিলবোর্ড তৈরি

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সোনারগাঁও হোটেলের সম্মুখে ব্যানার ও বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

গাড়িতে ফ্ল্যাগ এবং ব্র্যান্ডিং

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সোনারগাঁও হোটেলের নিজস্ব গাড়িতে ফ্ল্যাগ ও ব্র্যান্ডিং করা হয়।

ডিসকাউন্ট অফার

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১৬, ১৭ ও ১৮ মার্চ, ২০২০ সালে সোনারগাঁও হোটেলে বিশেষ ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়।

Get [Outlook for Android]

দোয়া মাহফিল আয়োজন

১৫ আগস্ট, ২০২০ জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে সোনারগাঁও হোটেলে দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

টেলিভিশনে প্রামাণ্যচিত্র

সোনারগাঁও হোটেলে অতিথি কক্ষসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত টেলিভিশনে জাতির পিতার জীবনালেখ্য নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণে:
বিমান মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ
ফার্মগেট, ঢাকা